ইউনিট ৫: মাদরাসা শিক্ষা

ভূমিকা

মাদরাসা শিক্ষা বাংলাদেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তৎকালীন উপমহাদেশের মুসলিম শাসনামলে মাদরাসা শিক্ষাই ছিল অন্যতম শিক্ষা ব্যবস্থা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলিম শাসনের পতন ঘটলেও ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর অধীনে উপমহাদেশের অন্যতম প্রধান শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে মাদরাসা শিক্ষার প্রসার ঘটে।

১৭৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত কলকাতার আলিয়া মাদরাসার অনুকরণে বাংলাদেশেও প্রতিষ্ঠিত হয় আলিয়া মাদরাসা। আলিয়া মাদরাসায় সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি মাদরাসা শিক্ষা কার্যক্রমও পরিচালিত হয়ে আসছে। ১৯৯২ সালে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় ইবতেদায়ী স্তরের এবং ২০০২ সালে দাখিল ও আলিম স্তরের জন্য শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়।

জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে, যোগ্য আলেম ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে এবং সাধারণ ও ইসলামী বিষয়ের সমন্বয়ে মাদরাসা শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও কোর্স প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশে দাখিল স্তরে আল-কুরআন ও তাজভিদ শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এভাবে বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা প্রসার ঘটছে। যা দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা নিম্নলিখিত পাঠগুলোর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

পাঠ ৫.১: মাদরাসা শিক্ষার উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশের ধারণা
পাঠ ৫.২: মাদরাসা শিক্ষার বর্তমান কাঠামো, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, প্রবেশাধিকার এবং অংশগ্রহণ
পাঠ ৫.৩: মাদরাসার শিক্ষাক্রম এবং শিক্ষা সংক্রান্ত প্রক্রিয়া
পাঠ ৫.৪: মাদরাসা শিক্ষার মানযাচাই এবং মূল্যায়ন
পাঠ ৫.৫: মাদরাসা শিক্ষার ব্যবস্থাপনা এবং অর্থায়ন
পাঠ ৫.৬: মাদরাসা শিক্ষক শিক্ষা প্রোগ্রাম
পাঠ ৫.৭: মাদরাসা শিক্ষার অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বিষয় (ইস্যু) এবং চ্যালেঞ্জ

পাঠ ৫.১: মাদরাসা শিক্ষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারণা
Origin and Concept of Madrasha Education

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মাদরাসা শিক্ষার উৎপত্তি উল্লেখ করতে পারবেন।
- ভারতবর্ষে মাদরাসা শিক্ষার পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রমবিবর্তন এবং ক্রমবিকাশের ধারা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

আমাদের দেশের মাদরাসা শিক্ষার ক্রমবিবর্তনের আলোচনায় এ শিক্ষা ধারার সূচনালগ্ন হতে পর্যায়ক্রমিক বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য। কারণ বর্তমানের এই ভিন্নতর মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা একদিনেই প্রতিষ্ঠিত হয়নি অথবা হঠাৎ করে অলৌকিকভাবে গড়ে উঠেনি। যুগ পরিক্রমায় শত শত বছরব্যাপী প্রবাহমান এ শিক্ষা ধারার ক্রমবিবর্তন ইতিহাসের পরিসর সুবিস্তৃত। নিম্নে স্বল্প পরিসরে মাদরাসা শিক্ষার ক্রমবিকাশের ধারা আলোচনা করা হল:

১. মাদরাসা শিক্ষার উৎপত্তি

অন্যতম প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা মাদরাসা শিক্ষার প্রবর্তক মহানবী (সাঃ) স্বয়ং। এ শিক্ষাব্যবস্থার মূলগ্রন্থ হল আল কোরআন। মহান আল্লাহর প্রেরিত দূত জিবরাইল (আঃ) পবিত্র কোরআনের আয়াত আল্লাহর তরফ হতে মহানবী (সাঃ) এর কাছে নিয়ে আসতেন। মহানবী (সাঃ) সেগুলো নিজে আয়ত্ত করতেন এবং সাহাবীদেরকে মুখস্থ করাতেন। অন্যদিকে মহানবী (সাঃ) কর্তৃক প্রদত্ত কথা, বাণী ও নির্দেশনা হাদিসরূপে গৃহীত হয় এবং পরবর্তীতে মাদরাসা শিক্ষার মূল বিষয়বস্তু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং আল কোরআন এবং আল হাদিস হল মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি। তখনকার দিনে মাদরাসা শিক্ষার প্রধান স্থান ছিল মসজিদ। অর্থাৎ মসজিদকে কেন্দ্র করেই তৎকালীন মুসলিম জাহানের মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হত। মহানবী (সাঃ)-এর সময় হতে খোলাফায়ে রাশেদীন এর যুগ পর্যন্ত মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচালনা ছিল কেবল মসজিদ কেন্দ্রিক। পরবর্তীতে আব্বাসীয় শাসন আমলে মসজিদ ছাড়াও মাদরাসা শিক্ষার জন্য আলাদা ঘর নির্মাণ করা হয়, যেখানে পবিত্র কোরআন হাদিসের আলোকে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হত। বাগদাদ, ইরান, মদিনা, মিশর ও কর্ডোভায় মাদরাসাভিত্তিক উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে যা আজও বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত হয়ে আছে। যেমন– কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়, আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়। ইসলামের মূল দর্শনের উপর ভিত্তি করে তৎকালীন মুসলিম সাম্রাজ্যে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল যেখানে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা নিয়েও জ্ঞান চর্চার সুযোগ ছিল। যেমন– রসায়নবিদ্যা, জোতির্বিদ্যা এবং গণিত শিক্ষা।

২. ভারতবর্ষে মাদরাসা শিক্ষার পটভূমি

ভারত উপমহাদেশে অনার্যদের আগমনের পর থেকে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থাপনা চালু হয়। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য হতে আগত রাজা, বাদশা, সিপাহসালার এবং সুফি, পীর মুর্শিদগণের প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন হয় এবং তার সাথে সাথে মসজিদ, মক্তব এবং খানকায় মাদরাসা কেন্দ্রিক শিক্ষার চালু হয়। তখন এই শিক্ষা ব্যবস্থার মূলভাষা ছিল আরবি, ফার্সি এবং উর্দু এবং মূল বিষয় ছিল আল কোরআন তাফসীর, হাদীস ও ফিকাহ এবং জ্যোর্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞান, গণিত শাস্ত্র। মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যয়ভার উইল, হেবা, ওয়াকফ সম্পত্তি

এবং দান খয়রাতের অর্থ দ্বারা পরিচালিত হত। তখনকার আমলের মাদরাসাগুলো কওমী ধাঁচের ছিল যাতে সরাসরি রাষ্ট্রীয় অর্থের বরাদ্দ ছিল না।

১৮৫৭ সালে পলাশী ট্রাজেডির পরবর্তীতে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলমানদের উপর চরম নির্যাতন নেমে আসে। মুসলিমদেরকে ইংরেজদের পরাজিত রাজশত্রু মনে করা হতো। তখন হতে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উপর বিভিন্ন নিপীড়ন শুরু হয়। ভারতবর্ষে নিজেদের শাসন চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করলেও তৎকালীন মুসলিম সম্প্রদায় ছিল ইংরেজি শিক্ষা বিমুখ। ফলে ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের জন্য মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে আলিয়া মাদরাসারূপে। যার ফলস্বরূপ কলকাতায় ১৭৮০ সালে "কলকাতা মাদরাসা" এবং পরবর্তীতে ১৮১৭ সালে "হুগলী মাদরাসা" প্রতিষ্ঠিত হয়। যেখানে আরবির পাশাপাশি ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান বিষয়ও পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। তখন ভারতবর্ষে ইংরেজ প্রশাসনের প্রধান ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস (Warren Hasting)। তৎকালীন ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী চেয়েছিল মুসলমানগণ যাতে ইংরেজদের শাসন, শোষণ ও রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনা মেনে নেয় এবং এ উদ্দেশ্যেই মাদরাসায় ইংরেজি ধাঁচের শিক্ষা ধারা প্রবর্তন করে আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত করে। প্রমাণ স্বরূপ বলা যায়- তাদের মেমোরেন্ডামে উল্লেখ আছে– "The Calcutta Madrasha was founded by warren hastings in 1780 for the training of Muhammedans as officers in the East India Company's Service".

৩. বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ও অগ্রগতির ধারণা

ক. ব্রিটিশ ভারতে মাদরাসা শিক্ষা

ব্রিটিশ ভারতের চব্বিশ পরগণ জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নওয়াব আবদুল লতিফ (১৮৫৩) এবং অন্যান্য মুসলিম নেতৃবর্গের একান্ত প্রচেষ্টায় ১৮৭৪ সালে বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং রাজশাহী জেলাতে তিনটি মাদরাসা স্থাপিত হয়। তখন বাংলায় ইংরেজ গভর্নর ছিলেন লেফটেন্যান্ট জর্জ ক্যাম্পবেল। এসব মাদরাসা পরিচালনার জন্য প্রাদেশিক শিক্ষাখাত হতে ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। আর সিংহভাগ খরচের যোগান দেয়া হত হুগলীর দানবীর এবং মুসলিম দরদী মহান ব্যক্তিত্ব হাজী মোহাম্মদ মোহসীন এর ওয়াকফ করা সম্পত্তির আয় হতে। তখনকার দিনে সিদ্ধান্ত ছিল দানবীর হাজী মোহাম্মদ মোহসীন ফান্ডের অংশ বিশেষ প্রাচ্য শিক্ষা তথা মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যবহার করা হবে। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা তিনটিতে আরবি, ফার্সি এর পাশাপাশি ইংরেজি বিষয়ও খোলা হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাক্রমে মুসলিমদের অধ্যয়নের জন্য ইসলাম ধর্মের মূল বিষয়গুলোও রাখা হয়। ঢাকা মাদরাসায় আবশ্যিক বিষয় হিসেবে ইংরেজি রাখা হয়। এ মাদরাসার প্রথম সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন মাওলানা উবায়দুল্লা সোহরাওয়ার্দী। পরবর্তীতে মাদরাসাটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় "ঢাকা সরকারি মাদরাসাই আলিয়া"।

খ. আলিয়া মাদরাসার গোড়া পত্তন

ইসলামে মাদরাসা শিক্ষার সূচনা হয় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর যুগে। তিনি ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার সাফা পাহাড়ের পাদদেশে দারুল আরকাম, হিজরতের পর সুফফা আবাসিক মাদরাসা স্থাপন করেন। এছাড়া মসজিদে নববী (৬২২ খ্রি.) এবং মদীনার আরও ৯টি মসজিদ শিক্ষায়তন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা আরও সম্প্রসারিত হয়। হযরত আবু বকর (রা) মহানবী (সাঃ)-এর সার্বিক কর্মকাণ্ডকে অব্যাহত রাখেন। তিনি রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন নতুন মসজিদ নির্মাণ করেন। এসব মসজিদে কুরআন ও হাদিস শিক্ষাদানের জন্য সাহাবীদের নিয়োগ করেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রাঃ) কুরআন-হাদিসের শিক্ষার প্রসারকল্পে মক্কা, মদিনা ছাড়াও বসরা, কুফা, দামেস্ক প্রভৃতি অঞ্চলে কুরআন শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলেন। তাঁর শাসনামলেই শিক্ষকগণকে বায়তুল মাল থেকে ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। হযরত উসমান (রাঃ)-এর

খিলাফতকালেও এই ধারা অব্যাহত থাকে। হযরত উসমান (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক সংকলিত আল-কুরআনের মাসহাফের আলোকে একটি নির্ভুল কপি তৈরি করে সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রেরণ করেন এবং তদানুযায়ী আল-কুরআন অধ্যায়নের নির্দেশ দেন। হযরত আলী (রাঃ) পূর্ববর্তী খলিফাদের অনুকরণে আল-কুরআন ও ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রকে আরও বিস্তৃত করেন। তিনি বসরা ও কুফায় দুটি বৃহৎ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই সর্বপ্রথম ইসলামী শিক্ষা গ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্যে শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা করেন। উমাইয়া যুগে দেশের বড় বড় মসজিদগুলি মাদরাসারূপে ব্যবহৃত হতো। আব্বাসীয় বংশের শাসকগণ মাদরাসা শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁদের অনেকেই মসজিদ কেন্দ্রিক মাদরাসা নির্মাণ করা ছাড়াও আলাদা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় মসজিদে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষাদান বাধ্যতামূলক ছিল। ভারতে মুসলিম সূচনাকাল থেকেই মাদরাসা শিক্ষার উদ্ভব ঘটে। মুসলিম শাসনামলে ভারতে এই শিক্ষা ব্যবস্থা সগৌরবে বিদ্যমান ছিল। বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমাহাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা হিসেবে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থাই প্রাচীনতম।

গ. মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকা প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট

১৯৪৭ সালে আগস্ট মাসে ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান নামে একটি আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর আলিয়া মাদরাসার দায়ভার পাকিস্তান সরকার গ্রহণ করে। ঢাকা আলিয়া মাদরাসাকে কেন্দ্র করে এ দেশে গড়ে উঠতে থাকে হাজার হাজার সমগোত্রীয় মাদরাসা। এসব মাদরাসায় বর্তমানে কুরআনের চর্চা হয়ে থাকে। বর্তমানে মাদরাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণের ফলে শিক্ষার্থীগণ কুরআন ও আরবি ভাষা চর্চার সুযোগ বেশি পাচ্ছে।

ঘ. কুরআনের শিক্ষা বিস্তারে আলিয়া মাদরাসা

বাংলাদেশে আল-কুরআনের শিক্ষা বিস্তারে আলিয়া মাদরাসা বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। আলিয়া মাদরাসা বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড এবং অন্যান্য সরকারি সংস্থার প্রণীত শর্ত পূরণ করে এমন সকল ধরণের অনুমোদিত মাদরাসা সরকারি অনুদান পায়। এ সকল মাদরাসায় কুরআন পাঠ অত্যাবশ্যকীয়। এছাড়াও কুরআন বুঝার জন্য হাদিস, ফিকাহ্, আকাঈদ, আরবি ভাষা ও সাহিত্যসহ ইসলামের মৌলিক বিষয়াদির পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, পৌরনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, কৃষি, কম্পিউটার, কারিগরি প্রভৃতি বিষয় শেখানো হয়।

মাদরাসাগুলোতে ইহলৌকিক ও পরলৌকিক উভয় জগতের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জিত হয়। কলকাতা আলিয়া মাদরাসার আদলে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল শ্রেণির অসংখ্য আলিয়া নিসাবের মাদরাসা। এই মাদরাসাগুলো বাংলাদেশে কুরআনের ইলম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে।

ঙ. মাদরাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

১৮৮১ সালে ঢাকা মাদরাসায় এ্যাংলো-পার্সিয়ান শাখায় এন্ট্রান্স খোলা হয়। এ ধারা ১৯১৫ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে। ১৯১৬ সালে নিউ স্কীম মাদরাসার ধারা প্রবর্তন করা হলে ঢাকা মাদরাসার অ্যাংলো-পার্সিয়ান শাখাটিকে স্বতন্ত্ররূপে ঢাকা গভর্নমেন্ট মুসলিম হাইস্কুল নামে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯১৬ সাল থেকেই ঢাকার ন্যায় চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর মাদরাসার অ্যাংলো পার্সিয়ান শাখা, গভর্নমেন্ট মুসলিম হাইস্কুল নামে চালিত হয়। যার ফলে ঢাকা ছাড়া চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর মাদরাসা, ইংরেজি শিক্ষা ধারায় বিলীন হয়ে যায়। ইতিমধ্যে, ১৯০৯ সালে স্থানীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে সিলেট ও আসাম অঞ্চলে প্রথম মাদরাসা সিলেটে স্থাপিত হয় যা পরবর্তীতে "সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসা" নামে সুপ্রতিষ্ঠা পায়। বর্তমানে বাংলাদেশে ঢাকা, সিলেট এবং বগুড়ায় তিনটি সরকারি আলিয়া মাদরাসাসহ বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য মাদরাসা রয়েছে। যেখানে ইসলাম ধর্মীয় এবং সাধারণ শিক্ষার শিক্ষাক্রমে অধ্যয়ন করানো হয়।

চ. কওমী ধারা

ব্রিটিশ ভারতে ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই কওমী ধারার মাদরাসা মুসলমানদের ব্যক্তিগত বা মুসলিম সমাজের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা আজও অব্যাহত আছে। এসব মাদরাসা "স্থানীয় মাদরাসা ব্যবস্থাপনায়" পরিচালিত হয়ে আসছে। যেমন– দেওবন্দ মাদরাসা, দিল্লী মাদরাসা, হাটহাজারী মাদরাসা, লালবাগ মাদরাসা, মোমেনশাহী কওমী মাদরাসা ইত্যাদি। কওমী ধারার মাদরাসাগুলোতে শুরুতেই কোরআন, হাদিস, ফিকাহ নিয়ে অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বর্তমানে তাতে বাংলা, ইংরেজি এবং গণিত বিজ্ঞান শিক্ষা ধারার প্রাথমিক রূপ চালু করা হয়েছে। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত মাদরাসা তথা কওমী মাদরাসায় মূলত দেওবন্দ মাদরাসা (ভারত) এর সিলেবাস অনুসরণ করা হয়।

ছ. বর্তমানে বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন আলিম পর্যন্ত আলিয়া মাদরাসাগুলোতে ইসলামী বিষয়গুলোর জন্য মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের সিলেবাস এবং National Curriculum & Textbook Board (NTCB)-এর প্রদত্ত সাধারণ বিষয়গুলোর সিলেবাস অনুসরণ করা হয়। ফাজিল এবং কামিল শিক্ষাস্তরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া) এর প্রদত্ত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসরণ করা হয়। আলিম মাদরাসার শিক্ষা ব্যবস্থায় মূলত আল কুরআন, আত তাফসির, উসূলুল তাফসির, আল হাদিস, উসূলুল হাদিস, আল ফিকাহ, ইসূলুল ফিকাহ, বালাগাত, হিকমাত, মানতিক, আরবি সাহিত্য, নাহু, সরফ, বাংলা, ইংরেজি, অর্থনীতি, পৌরনীতি, ইসলামের ইতিহাস, গণিত, পদার্থ, রসায়ন, জীববিজ্ঞান এবং কম্পিউটার ইত্যাদি অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৯২৮ সালে **সেন্ট্রাল বোর্ড অব মাদরাসা এ্যাকজামিনেশন নামে** ৮ সদস্য বিশিষ্ট মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকাতে প্রতিষ্ঠিত এ শিক্ষাবোর্ড বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিক্ষা কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন করে চলেছে এবং বিভিন্নভাবে মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন অব্যাহত রেখেছে। মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড এক সময় এদেশের আলিয়া মাদরাসার শিক্ষার্থীদের পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণ পূর্বক দাখিল, আলিম, ফাজিল এবং কামিল পাশের সনদ প্রদান করত। বর্তমানে এ বোর্ডের ওপর শুধুমাত্র দাখিল ও আলিম পরীক্ষার সনদ প্রদানের ক্ষমতা অর্পিত আছে। ২০০৬ সাল হতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া এর অধীনে ফাজিলকে স্নাতক এবং কামিলকে স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স এর সমমান দেয়া হয়েছে। ইতোপূর্বেই ১৯৮৫ সাল হতে দাখিলকে এসএসসি এবং ১৯৮৭ সালে আলিমকে এইচএসসি এর সমমান হিসেবে গণ্য করে মাদরাসা এবং শিক্ষকদেরকে জাতীয় বেতন কাঠামোর আওতাভূক্ত করা হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট BMTTI ১৯৯৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে মাদরাসায় কর্মরত ইবতেদায়ী প্রধান, সুপার, অধ্যক্ষ, সহকারী শিক্ষক (বিষয়ভিত্তিক) এবং প্রভাষক (বিষয়ভিত্তিক) ইত্যাদি বিভিন্ন ক্যাটাগরির শিক্ষকদের কর্মকালীন স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করার কাজ অব্যাহতভাবে এগিয়ে চলছে।

বর্তমান বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষার পাঁচটি স্তর রয়েছে। এগুলো হচ্ছে ইবতেদায়ী, দাখিল, আলিম, ফাজিল এবং কামিল স্তর। এসব স্তর ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের মাদরাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এগুলো ছাড়াও বাংলাদেশে ভিন্ন ধারায় বেশ কিছু মাদরাসা রয়েছে যথা– (ক) কওমী মাদরাসা (খ) মসজিদ ভিত্তিক স্বতন্ত্র মক্তব (গ) ফোরকানিয়া মাদরাসা (ঘ) হাফেজি মাদরাসা এবং (ঙ) কিন্ডার গার্টেন মাদরাসা। এগুলো সরকারি নিয়ন্ত্রণযুক্ত এবং কোনো সরকারি অনুদান গ্রহণ করে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে মাদরাসায় উচ্চ শিক্ষা দেয়া হত-
i. বাগদাদ
ii. মদিনা
iii. মিশর
নীচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২. কলকাতা মাদরাসা কত সালে প্রতিষ্ঠিত করা হয়?
ক. ১৭৭৮ খ্রী: খ. ১৭৮০ খ্রী:
গ. ১৭৮২ খ্রী: ঘ. ১৭৮৪ খ্রী:

৩. কত সালে কলকাতা নিউস্কীম মাদরাসা ধারা প্রবর্তন করা হয়?
ক. ১৯১২ খ্রী: খ. ১৯১৪ খ্রী:
গ. ১৯১৬ খ্রী: ঘ. ১৯১৮ খ্রী:

৪. আলিয়া মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় মূলত অধ্যায়ন করা হয়-
i) আল হাদিস
ii) আল ফিকহ্
iii) বিজ্ঞান
নীচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

উত্তরমালা: ১. ঘ, ২. খ, ৩. ঘ, ৪.ঘ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. মাদরাসা শিক্ষার উৎপত্তি উল্লেখ করুন।
২. মাদরাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের ভূমিকা বর্ণনা করুন।
৩. মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকা প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন।
৪. কুরআনের শিক্ষা বিস্তারে আলিয়া মাদরাসার ভূমিকা বর্ণনা করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. মাদরাসা শিক্ষার উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তনে ধারা ব্যাখ্যা করুন।
২. ভারতবর্ষে মাদরাসা শিক্ষার বিস্তারে পরবর্তীতে বাংলাদেশে এর প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।
৩. বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের ধারণা বিশ্লেষণ করুন।
৪. বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষার উৎপত্তি ধারাবাহিকতার একটি প্রতিবেদন তৈরি করুন।

পাঠ ৫.২: মাদরাসা শিক্ষার বর্তমান কাঠামো, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রবেশাধিকার এবং অংশগ্রহণ
Present Structure, Goals, Objectives, Access and Participation

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষার বর্তমান কাঠামো উল্লেখ করতে পারবেন।
- মাদরাসা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- উচ্চ শিক্ষায় মাদরাসা শিক্ষার্থীর প্রবেশাধিকার এবং অংশগ্রহণে মাদরাসা শিক্ষার প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুসলিম শাসনামল থেকেই উপমহাদেশে মাদরাসা শিক্ষার প্রবর্তন ঘটেছে। বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অংশ। বাংলাদেশের শিক্ষা কমিশনগুলো মাদরাসা শিক্ষা যুগোপযোগী করার উপর জোর দিয়েছে। বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৮৮)-তে জ্ঞান বিজ্ঞানে "অবিনশ্বর ও নশ্বর এ দু'টি ধারার সমন্বয়ে মাদরাসা শিক্ষা কাঠামো গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। আবার জাতীয় শিক্ষা কমিশন (২০০৩) মাদরাসা শিক্ষার জাগতিক ও পরলৌকিক উভয় দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ কমিশনে মাদারাসা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসাবে উল্লেখ আছে যে, মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় জাগতিক ও পরলৌকিক শিক্ষা পরস্পরের পরিপূরক। আবার ২০১০ শিক্ষানীতিতে মাদরাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সাথে সমন্বয় সাধনের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এসব আলোকে নিম্নে মাদরাসাকাঠামো এব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হলো।

১. মাদরাসা শিক্ষার বর্তমান কাঠামো

বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষার বর্তমান কাঠামো উপস্থাপন করা হল।

মাদরাসা শিক্ষার বিভিন্ন স্তর:

স্তর	মাদরাসার ধরন	শিক্ষা কার্যকাল
১.	ইবতেদায়ি মাদরাসা (প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমমান) সংযুক্ত ইবতেদায়িসহ	৫ বছর
২.	দাখিল মাদরাসা (মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সমমান)	৫ বছর
৩.	আলিম মাদরাসা (উচ্চ মাধ্যমিক এর সমমান)	২ বছর
৪.	ফাজিল মাদরাসা (স্নাতক ও স্নাতক (সম্মান) এর সমমান)	৩ বছর
৫.	কামিল মাদরাসা (মাষ্টার্স এর সমমান)	২ বছর

তবে ১৯৮৫ সাল হতে দাখিলকে এসএসসির এবং ১৯৮৭ সাল থেকে আলিমকে উচ্চ মাধ্যমিক এর সমমান মর্যাদা সরকারীভাবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়েছে। ফাজিল ও কামিল ডিগ্রিকে যথাক্রমে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সমমান প্রদানের লক্ষ্যে সরকারের নির্দেশনায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নেতৃত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি কর্মসম্পাদনপূর্বক সুপারিশ পেশ করে। এ সুপারিশের ফলে ২০০৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত মাদরাসা বোর্ড, আলিয়া

মাদরাসা শিক্ষার ইবতেদায়ী (প্রাথমিক) হতে কামিল (স্নাতকোত্তর) পর্যন্ত সকল স্তরের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করত। বর্তমানে Islamic University (Amendment) Act, 2006 মোতাবেক, সাধারণ শিক্ষার সাথে আলিয়া মাদরাসা শিক্ষার সমন্বিতকরণের ফলে ফাজিল (ডিগ্রী) ৩ বছর এবং কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বছর, মোট ৫ বছরের কোর্স চালু হয়েছে। তাই সিদ্ধান্ত হয় যে, ২০০৬ সালের পর থেকে মাদরাসা বোর্ড শুধু দাখিল ও আলিম পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করবে। উক্ত আইন অনুসারে ১,০৫৩টি ফাযিল (স্নাতক) ও ১৯৮ টি কামিল (স্নাতকোত্তর) মাদরাসা অর্থাৎ, ১২৫১ টি মাদরাসা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত হয়।

২০১০ শিক্ষানীতির আলোকে মাদরাসা শিক্ষার কাঠামো

সব ধরনের মাদরাসার পূর্ণবিন্যাস করে, অন্যান্য শিক্ষা ধারার সঙ্গে অর্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামোর সঙ্গে সমতা লক্ষ্যে ইবতেদায়ী আট বছর, দাখিল দুই বছর এবং আলিম দুই বছর করা হবে। সাধারণ ধারায় উচ্চ শিক্ষার সাথে সমন্বয় রেখে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক ও অন্যান্য উপকরণ নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে ৪ (চার) বছর মেয়াদী ফাজিল অনার্স এবং ১ বছর মেয়াদি কামিল কোর্স চালু করা হবে। তবে যতদিন পর্যন্ত যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক ও অন্যান্য উপকরণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না, ততদিন পর্যন্ত ফাজিল ও কামিল কোর্সের মেয়াদ অব্যাহত থাকবে।

২. মাদরাসা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মানুষের যে কোন সচেতন প্রচেষ্টাই উদ্দেশ্যমূলক। পূর্বে গৃহীত পরিকল্পনা মোতাবেক নির্ধারিত লক্ষ্যের দিকে তা এগিয়ে চলে। লক্ষ্যই মানুষের কর্মপ্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রণ করে। লক্ষ্যই মানুষের কাজে কর্মে প্রেরণা যোগায় এবং সাফল্যের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে। শিক্ষা একটি উদ্দেশ্যমূলক সচেতন প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন ও আচরণগত পরিবর্তন নির্দিষ্ট লক্ষ্য অভিমুখী ও নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী হওয়া দরকার। ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন দেশে মানুষের চিন্তাধারায় পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও ভিন্ন হয়ে গিয়েছে। যুগের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য নিরূপিত হয়ে থাকে।

শিক্ষা একটি গতিশীল ধারণা। এর তাৎপর্য দেশ ও কালভেদে ভিন্নরূপ হয়ে থাকে। বিভিন্ন কালের বিবর্তনের ধারায় শিক্ষার বহু লক্ষ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে নিম্নলিখিত লক্ষ্যগুলো প্রধান:

(১) বৃত্তিমূলক লক্ষ্য, (২) কৃষ্টিমূলক লক্ষ্য, (৩) চরিত্র গঠনমূলক লক্ষ্য, (৪) আধ্যাত্মিক লক্ষ্য, (৫) অভিযোজনমূলক লক্ষ্য

(ক) মাদরাসা শিক্ষা বলতে এখানে ইসলামী শিক্ষাই বুঝান হয়েছে। নিম্নে মাদরাসা শিক্ষার লক্ষ্যসমূহ বর্ণনা করা হল:

১. **আল্লাহর ইবাদত:** আল্লাহ পাক মানুষকে ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। মাদরাসায় কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে ইবাদাতের শিক্ষা দেয়া মাদরাসা শিক্ষার লক্ষ্য।

২. **সৃষ্টির সেবা:** আল্লাহর হক আদায়ের সাথে সাথে বান্দার হকও আদায় করতে হয়। শুধু বান্দার হক আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বরং কেন আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টির হক আদায় করতে হয়, এ সম্পর্কিত ইলম শিক্ষার্থীদের দান করা মাদরাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য।

৩. **মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবোধ জাগ্রত করা:** বিশ্বের সমগ্র মুসলমান ভাই ভাই। তাদের সম্মিলিত পরিচয় মুসলিম উম্মাহর মাধ্যমে পাওয়া যায়। মাদরাসা শিক্ষার মাধ্যমে বিশ্ব মুসলিম ভাতৃত্ববোধ জাগ্রত করা মাদরাসা শিক্ষার লক্ষ্য।

৪. **ইসলামী তাহজীব ও তমুদ্দুন সৃষ্টি:** একটি সজীব মুসলিম জাতি গঠন তখনই সম্ভব যখন মুসলমানদের তাহজীব ও তমুদ্দুন উন্নত এবং শক্তিশালী হয়। মুসলিম সমাজে ইসলামী তমুদ্দুন দুর্বল হলে কুফরী কৃষ্টি ও সভ্যতা মুসলিম জাতিকে গ্রাস করে ফেলে। ইসলামী তমুদ্দুনকে শক্তিশালী করা মাদরাসা শিক্ষার লক্ষ্য।

৫. **নৈতিকতা শিক্ষাদান:** নৈতিকতার অভাবে সমাজ ও রাষ্ট্র অচল হয়ে অনাচার, ব্যভিচার, দুর্নীতি, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের আবির্ভাব ঘটে। নৈতিকতা উৎপত্তি হয় শক্তিশালী দ্বীনি শিক্ষার মাধ্যমে। মাদরাসা শিক্ষার লক্ষ্য নৈতিকতা সম্পন্ন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

৬. **বৃত্তিমূলক শিক্ষা:** রোজগার করার জন্য এ সম্পর্কিত বিদ্যা শিক্ষা চাই। এজন্যই রোজগারী বিদ্যার শিক্ষাদান মাদরাসা শিক্ষার একটি আনুষঙ্গিক লক্ষ্য। বহু মাদারাসায় এজন্য বিজ্ঞান, বাণিজ্য, শিল্প, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

খ. বাংলাদেশ ২০১০ শিক্ষানীতির আলোকে মাদরাসা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এর প্রতি অটল বিশ্বাস গড়ে তোলা এবং শান্তির ধর্ম ইসলামের প্রকৃত মর্মার্থ অনুধাবনে সমর্থ করে তোলা।

২. দ্বীন ও ইসলামের ঐতিহ্যের প্রচার ও প্রসারের জন্য অনুকরণীয় চরিত্র গঠন এবং ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানও সংস্কার সম্পর্কে জনগোষ্ঠীকে সচেতন করা এবং ধর্ম অনুমোদিত পথে জীবন যাপনের জন্য তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধ করার উপযোগী করে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলা।

৩. শিক্ষার্থীরা এমনভাবে তৈরি হবে যেন তারা ইসলামের আদর্শ ও মর্মবাণী ভাল করে জানে ও বোঝে, সে অনুসারে নির্ভরযোগ্য চরিত্রের অধিকারী হয় এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে সেই আদর্শ ও মূলনীতির প্রতিফলন ঘটায়।

৪. শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে, অন্যান্য ধারার সঙ্গে মাদরাসার শিক্ষার সাধারণ আবশ্যিক বিষয়সমূহে অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করা।

৩. প্রবেশাধিকার এবং অংশগ্রহণ

ক. মাদরাসা শিক্ষার্থী

বর্তমানে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ৯৫৫১টি ইবতেদায়ি মাদরাসা ৬৫৬৫টি দাখিল মাদারাসা, ১৪৮০টি আলিয়া মাদরাসা এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অর্বিভুক্ত ১০৫৩টি ফাজিল মাদরাসাএবং ২২১টি কামিল মাদারাসা রয়েছে। কেমলমাত্র তিনটি কামিল মাদরাসা সরকারি ব্যবস্থাপনা এবং অন্য সকল মাদরাসা বেসরকারিভাবে পরিচালিত হয়। দাখিল স্তরে ২২৫৭৭৫৫ জন শিক্ষার্থী, আলিম স্তরে ৬৯৪৮৭৭ জন শিক্ষার্থী, ফাজিল স্তরে ৬৭০৬০৮ জন শিক্ষার্থী এবং কামিল স্তরে ২৬০৭৪২ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করে আসছে। (সূত্র ব্যানবেইছ- ২০১৫)

বাংলাদেশ মাদরাসার শিক্ষার প্রধান ধারা সম্পর্কিত কিছু মৌলিক তথ্য নিচে উল্লেখ করা হলো–

সারণী- ১: মাদরাসা শিক্ষার্থীর বৃদ্ধিধারা

বৎসর	লিঙ্গ	দাখিল	আলিম	ফাজিল	কামিল	মোট
২০০৫	মোট	২২৩৬০২৫	৫৫০৮১৩	৫২৯৯৫২	১৩৬৪৩১	৩৪৫৩২২১
	মেয়ে	১১৭০২২০	২৫৩২০৭	১৯৭৩১৬	২৭৯০২২	১৬৪৮৬৬৫
২০০৬	মোট	২২৫২০৯১	৫৫৪৬৫৩	৫২৯৪৯৭	১৩৮৮০৫	৩৪৭৫০৪৬
	মেয়ে	১১৭৮৯৭১	২৫৫৬৩৯	১৯৭২২২	২৮৬৬৭	১৬৬০৪৯৯
২০০৮	মোট	২২৩৭০১০	৬১১৬৫৪	৫৪৮২৯০	১৬২৫২৪	৩৫৫৯৪৭৮
	মেয়ে	১১৯৪৩১৩	২৯৩২৩৯	২২৩১৬২	৩৯১১৯	১৭৪৯৮৩৩
২০০৯	মোট	২৩৮৬১১৩	৬৮৫০৯২	৫৮১৮৩৯	১৬৪৭৫৩	৩৮১৭৭৯৭
	মেয়ে	১২৭৬০২৪	৩৩২১৮৮	২৩৯০৮৪	৪১৯১৮	১৮৮৯২১৪
২০১০	মোট	২৪৪৪৫৬৮	৭১৯৩৩২	৬০৪৪৭১	১৭২৪৭০	৩৯৪০৮৪১
	মেয়ে	১৩৪২১৪৯	৩৫৭৩৮৫	২৬৪০৯৪	৪৬৬৮৭	২০১০৩১৫
২০১২	মোট	২৩৬৬৭৯২	৬৯০৩৫৮	৬৩৫৩৭৫	২১১৮৬৪	৩৯০৪৩৮৯
	মেয়ে	১৩১৩২৯৭	৩৫০৮৪৮	২৮১৮৪২	৩১৫৩০	২০০৭৫১৭
২০১৪	মোট	২২৭৫৯৪৪	৬৯১৭৬২	৬২৬৭৭০	২২০৮০৪	১৯৭৭৯৭৫
	মেয়ে	১২৬৩৯০৭	৩৬০০২৩	২৮৪৫৭৬	৬৯৪৬৯	১৯৭৭৯৭৫
২০১৫	মোট	২২৫৭৭৫৫	৬৯৪৮৭৭	৬৭০৬০৮	২৬০৭৪২	৩৮৮৩৯৮
	মেয়ে	১২৬০৬৭৯	৩৯০২৩২	৩০৫৫২২	৭৮৪১১	২০০৪৮৪৪

সারণি ১-তে লক্ষ করা যাচ্ছে যে, মাদরাসা শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তাছাড়া মেয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। (ব্যানবেইস– ২০১৫)

সারণি– ২ মাদরাসায় ছাত্র ও ছাত্রী অনুপাত

সাল	শিক্ষার্থী সংখ্যা			শতকরা হার	
	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী
১৯৮৩	৫২৯৯১৭	৪৯০০৫৭	৩৯৮৬০	৯২.৪৮	৭.৫২
১৯৯৯	২৯৩৫৩৪৮	১৭৭১৮৩৫	১১৬৩৫১৩	৬০.৩৬	৩৯.৬৪
২০০৩	১৮৪৫৯৪১	৯৩৪০০৭	৯১১৯৩৪	৫০.৬০	৪৯.৪০
২০০৫	৩৪৫৩২২১	১৮০৪৫৫৬	১৬৪৮৬৬৫	৫২.২৫	৪৭.৭৫
২০০৮	৩৫৫৯৪৭৮	১৮০৯৬৪৫	১৭৪৯৮৩৩	৫০.৮৪	৪৯.১৬
২০০৯	৩৮১৭৭৯৭	১৯২৮৫৮৩	১৮৮৯২১৪	৫০.৫১	৪৯.৪৯
২০১৫	৩৮৮৩৯৮২	১৮৭৯১৩৪	২০০৪৮৪৪	৪৮.৩৮	৫১.৬২

সূত্র: BANBEIS: 1999 AND BANBEIS 2015

সারণি- ২ এ দেখা যাচ্ছে যে, আশির দশকে মাদরাসায় ছাত্র ও ছাত্রী অনুপাত ছিল ভারসাম্যহীন। ১৯৯০ দশক থেকে তা হ্রাস পেতে শুরু করে। ২০০৩ সাল থেকে ছাত্র ও ছাত্রী অনুপাত প্রায় সমান ধারায় এগিয়ে চলেছে। সাধারণ শিক্ষা ধারার সাথে এটির বেশ সঙ্গতি রয়েছে।

সারণি ৩: মাদরাসা শিক্ষক বৃদ্ধিধারা

বৎসর	দাখিল		অলিম		ফাজিল		কামিল		মোট	
	মোট	মেয়ে	মোট	মেয়ে	মোট	মেয়ে	মোট	মেয়ে	মোট	মেয়ে
১৯৯৫	৫১১৪২	১১০১	১৪৪৫৭	২৩২	১৭১৬৪	১২৯	২৫৮৮	২৩	৮৫৩৫১	১৪৮৫
২০০০	৬৪২১১	২৭৩১	১৮৬৪৮	৪৬২	২১৮৪০	৫০২	৩৭৯২	৫১	১০৮৪৯১	৩৭৪৬
২০১৪	৬৫০১৪	৮০৭৬	২২১৬০	২৫৮৩	১৮৭৫৮	১৯৬৫	৪৭৮৭	৪২২	১১০৭৯২	১৩০৪৫
২০১৫	৬৬৮০১	৮৯০০	২২৮৮৪	২৮৪৭	৩৯৩৭৬	২২২৪	৪৯৭২	৪৭৯	১১৪০৩৩	১৪৪৫০

সূত্র: BANBEIS 2015

মাদরাসার সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মাদরাসা শিক্ষকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সারণি ৩ এ লক্ষ করা যাচ্ছে, নব্বই দশক থেকে মাদরাসা শিক্ষকের সংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান দশকেও মাদরাসা শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও মহিলা শিক্ষকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বাড়েনি।

বাংলাদেশে সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চস্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক বৃদ্ধি ধারার সাথে সাথে মাদরাসা শিক্ষার এসব উপাদানের পরিমাণগত বৃদ্ধি ঘটেছে।

খ. মাদরাসা শিক্ষার সাথে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও কর্মমুখী করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। পাকিস্তান আমলে মাদরাসাগুলোতে বাংলা আবশ্যক বিষয় ছিল না। পরবর্তীতে বাংলাদেশে বাংলাকে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়াও এ সময় মাদরাসাগুলোতে সব ধরনের পাবলিক পরীক্ষা ও বিজ্ঞান গ্রুপ চালু করা হয়। জুন ১৯৭৯-এ বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড একটি স্বায়ত্বশাসিত শিক্ষা বোর্ড হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলে মাদরাসা শিক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। বোর্ড স্বায়ত্বশাসিত হওয়ার আগেই প্রথম ধাপে ১৯৭৮ সালে আলিম পর্যায়ে মাধ্যমিক মানের মানবিক ও বিজ্ঞান শিক্ষা এবং বোর্ড স্বায়ত্ব শাসিত হওয়ার পরে ফাযিল পর্যায়ে ১৯৮০ সালে উচ্চ মাধ্যমিক মানের মানবিক ও বিজ্ঞান শিক্ষা চালু হয়।

দ্বিতীয় ধাপে ১৯৮৫ সালে দাখিল পর্যায়েও বিজ্ঞান শিক্ষা চালু হয়। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের এই পদক্ষেপের ফলে মাদরাসার ছাত্র ছাত্রীগণ ইসলামী শিক্ষার মূল স্রোতধারার সাথে গভীর সম্পর্ক রেখে আধুনিক ও যুযোপযোগী শিক্ষা ধারার সাথে পরিচিত হয়ে উঠে। তারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের প্রবল আগ্রহ নিয়ে ফাযিল ও কামিল মাদরাসাকে অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য জোর দাবী জানায়। কিন্তু এরূপ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হওযায় তারা অনন্যোপয় হয়ে দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহে ভর্তি হতে থাকে। মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহে ছাত্র হিসাবে তারা তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখে।

দাখিল ও আলিম পর্যায়ের পাঠ্যসূচী সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্যসূচীর সাথে সমতা বজায় রেখেছে এবং এতে করে দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্ররা স্ব স্ব ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীদের সাথে একইভাবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শাখায় ভর্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত হচ্ছে। ১৯৮৫ সালে দাখিলকে এসএসসি এবং ১৯৮৭ সালে আলিমকে এইচএসসি এর সমমান প্রদান দেয়া হয়। এছাড়া মাদরাসা থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের জন্য অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কত সালে জাতীয় শিক্ষা কমিশনে মাদরাসা শিক্ষার জাগতিক ও পরলৌকিক উভয় দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়?

ক. ২০০১ খ্রী: খ. ২০০৩ খ্রী:
গ. ২০০৫ খ্রী: ঘ. ২০০৭ খ্রী:

২. বর্তমানে ইবতেদায়ি মাদরাসার শিক্ষা কার্যকাল কত বছর?

ক. ২ বছর খ. ৪ বছর
গ. ৫ বছর ঘ. ৮ বছর

৩. মাদরাসা শিক্ষার লক্ষ্য–

i. আল্লাহর ইবাদত করা
ii. নৈতিকতা শিক্ষাদান
iii. সৃষ্টির সেবা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বর্তমানে কতটি মাদরাসা অধিভূক্ত আছে?

ক. ১২৪১ খ. ১২৫১
গ. ১২৬১ ঘ. ১২৭১

উত্তরমালা: ১. খ, ২. গ, ৩. ঘ, ৪. খ

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বর্তমানে মাদরাসা শিক্ষা কাঠামোটি বর্ণনা করুন।
২. মাদরাসা শিক্ষার লক্ষ্যসমুহ লিখুন।
৩. ২০১০ শিক্ষানীতির আলোকে মাদরাসা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ লিখুন।
৪. মাদরাসা শিক্ষার্থীর বৃদ্ধির ধারা উল্লেখ করুন।
৫. মাদরাসা শিক্ষার সাথে সাধারণ শিক্ষার কাঠামোটি বিবৃত করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. মাদরাসা শিক্ষা কাঠামোর সাথে সাধারণ শিক্ষা কাঠামোর পার্থক্য নিরূপণ করুন।
২. ২০১০ শিক্ষানীতি আলোকে মাদরাসা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমুহের উপযোগিতা যাচাই করুন।
৩. মাদরাসা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ ব্যাখ্যা করুন।
৪. বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সাধারণ শিক্ষায় অর্জনে কতটুকু কার্যকর ভূমিকা রাখছে- সে সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

পাঠ ৫.৩: মাদরাসার শিক্ষাক্রম এবং শিক্ষা সংক্রান্ত প্রক্রিয়া
Curriculum and Instructional Processes

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মাদরাসা শিক্ষাক্রম এর ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- দাখিল স্তরে আল কুরআন ও তাজভিদ বিষয়কে শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্তির যৌক্তিকতা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মাদরাসা শিক্ষাক্রমে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বোর্ডের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিতকরণে শিক্ষা সংক্রান্ত প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

কলকাতা মাদারাসার শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে উপমহাদেশে মাদরাসা শিক্ষার পরিকল্পিত পদচারণা শুরু হয়। আজকের ঢাকায় মাদরাসা-ই-আলিয়া, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড এবং এই বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল মাদারাসা, উক্ত কলকাতা আলিয়া মাদরাসাই ধারাবাহিকতা বহন করছে। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান শাসনামলে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকে এ শিক্ষার উন্নয়ন সাধন ও একে যুগোপযোগিকরণ এবং সাধারণ শিক্ষার সাথে বৈষম্য নিরসনকল্পে বহু কমিটি/কমিশন গঠিত হয়েছে। আবার শিক্ষারীতি ২০১০-এ শিক্ষার অন্যান্য ধারার সঙ্গে সমন্বয় রেখে ইবতেদায়ী পর্যায়ে নির্দিষ্ট শ্রেণির শিক্ষাক্রমে এবং দাখিল পর্যায়ে প্রতিটি শ্রেণিতে সাধারণ শিক্ষা ধারার আবশ্যিক বিষয়সমুহ (যেমন– বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি) একই অভিন্ন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হচ্ছে। তাই মাদরাসা শিক্ষাক্রমের পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কর্মসূচী দু'টি ধারায় বিভক্ত। প্রথমটি হল আল কুরআন ও তাজভিদ আবশ্যিক বিষয়সহ অন্যান্য আরবি বিয়য় সমূহে পাঠ্যবই পরিমার্জন ও সংস্কারের দায়িত্ব মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের। অপরটি হলঃ সাধারণ শিক্ষার সাথে আবশ্যকীয় বিষয়সমূহের পাঠ্যবই উন্নয়নের দায়িত্ব জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের। নিম্নে এদুটি ধারার ভূমিকা বর্ণনা করা হল।

মাদরাসার শিক্ষাক্রমের ক্রমবিকাশ

১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিংশ শতাব্দীর সাত দশক পর্যন্ত মাদরাসা শিক্ষার সংস্কার ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এদেশে বহু শিক্ষা কমিশন ও কমিটি গঠন করা হয়েছে। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ সরকার 'নিউ স্কীম মাদরাসা' কোর্স চালু করে। নিউ স্কীম মাদরাসায় দুটি স্তর রয়েছে। স্তর দুটি হল জুনিয়র মাদরাসা ও সিনিয়র মাদরাসা। জুনিয়র স্তরের শিক্ষাসূচির অনুমোদিত কোর্সে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে– (১) আল কুরআন (২) আরবি ও ইসলামী বিষয়াদি, (৩) উর্দু, (৪) বাংলা, (৫) গণিত, (৬) ভূগোল, (৭) ইতিহাস, (৮) ইংরেজী, (৯) অঙ্কন, (১০) হাতের কাজ ইত্যাদি।

১৯৪৩ সালের ৪ জুলাই তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী মুয়াজ্জিম হোসেনের সভাপতিত্বে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি মাদরাসা সিলেবাস কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটিতে ওল্ড এবং নিউ স্কিম উভয় শ্রেণির জন্য সংশোধিত সিলেবাস প্রণয়ন করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সে অনুযায়ী উক্ত কমিটির সিলেবাস ১৯৪৭ সালের ১ জুলাই হতে কার্যকর হয়।

এ কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী– (ক) ইবতেদায়ী (প্রাথমিক স্তর) ৪ বছর, (খ) দাখিল ৪ বছর, (গ) আলিম ৪ বছর, (ঘ) ফাযিল ২ বছর, (ঙ) কামিল ২ বছর করা হয়। এ সিলেবাসেও আলকুরআন ও তাজভিদের বিভিন্ন বিষয়াবলী

অন্তর্ভূক্ত ছিল। এ সিলেবাস মাদরাসা-ই আলিয়াসহ দেশের সকল মাদ্রাসায় ১৯৪৭ সালের ১ জুলাই হতে চালু হয়ে সামান্য পরিবর্তিত হয়ে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত চালু ছিল।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি কমিটি গঠন

১৯৭৫ সালের ২২ অক্টোবর তদানীন্তন সরকার কর্তৃক 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মুহাম্মদ শামসুল হক। দেশের মাদরাসা শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের জন্য তৎকালীন মাদরাসা-ই আলিয়ার অধ্যক্ষ ড. এ কে এম আইয়ুব আলীকে চেয়ারম্যান করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। এ উপ-কমিটি ১৯৭৫ সালের মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক সংশোধিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষা পূর্বক মঞ্জুরীপ্রাপ্ত মাদরাসা সমূহের পাঠ্যভুক্ত করার সুপারিশ প্রদান করে। এর ফলে মাদরাসা শিক্ষার ইতিহাসে প্রথমবারের মত মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। ফাজিল (উচ্চ মাধ্যমিক স্তর) পর্যন্ত মাতৃভাষা এবং কামিল শ্রেণিতে আরবিকে শিক্ষার মাধ্যম করা হয়েছে। ইসলামী বিষয়াবলীর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় আধুনিক বিষয়সমূহ যেমন– ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান, পৌরনীতি, প্রারম্ভিক অর্থনীতি, ইংরেজি ইত্যাদিকে দাখিল (মাধ্যমিক স্তর) পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করা হয়।

শামসুল হক কমিটি (১৯৭৫-১৯৮৫)

১৯৭৫ সালের ২২ অক্টোবর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর মোঃ শামছুল হককে প্রধান করে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার একটি জাতীয় কারিকুলাম কমিটি গঠন করে। কমিটি নতুন কারিকুলাম ও এর আলোকে প্রণীত সিলেবাসকে অনুমোদন করে।

১৯৭৬ খ্রি. পর্যন্ত মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় দাখিল স্তরে ৬ বৎসরের কোর্স চালু হয়। এই কারিকুলাম ১৯৮৪ সালে মাদারাসার আধুনিক বিষয়গুলোকে আরো একধাপ উন্নীত করে স্কুলের শিক্ষার সঙ্গে এক করে দেওয়া হয়। যার ফলে মাদরাসা দাখিল পরীক্ষা, সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক পরীক্ষার সমমান লাভ করে। সে ক্ষেত্রে একজন ছাত্র দাখিল পাশ করে কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ১ম বর্ষে এবং আলিম পাশ করে স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

১৯৭৬ সালে প্রণীত সিলেবাস অনুযায়ী (ক) এবতেদায়ী (প্রাথমিক স্তর) ৪ বছর, (খ) দাখিল স্তর ৬ বছর, (গ) আলিম স্তর ২ বছর, (ঘ) ফাযিল ২ বছর, (ঙ) কামিল স্তর ২ বছর করা হয়।

উপরোল্লিখিত স্তর অনুযায়ী, এবতেদায়ী থেকে কামিল পর্যন্ত প্রত্যেক শ্রেণিতেই কুরআন মাজিদ ও তাফসির বিষয় পাঠ্যভুক্ত ছিল। দাখিল স্তরের ছয় শ্রেনিতেই কুরআন ও তাজভিদ, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্য বই ছিল। দেশের সকল আলিয়া মাদরাসায় ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত এই সিলেবাস বহাল থাকে।

উল্লেখ্য যে, ১৯৮৫ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ১ম শ্রেণি থেকে আলিম পর্যন্ত প্রায় একই রকম সিলেবাস বলবৎ ছিল। পরীক্ষা পদ্ধতি, প্রশ্নপত্রের ধরন ও সিলেবাসের কিছু পরিবর্তন বিভিন্ন সময়ে সাধিত হয়েছে। কিন্তু পরিবর্তন ও পরিবর্ধনসহ উক্ত সিলেবাস দীর্ঘদিন মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে বাংলাদেশের সকল আলিয়া মাদরাসায় চালু ছিল।

২০১০ সালের নতুন শিক্ষানীতির আলোকে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের সিলেবাস

২০১০ সালে প্রণীত নতুন শিক্ষানীতির আলোকে ১ম শ্রেণি থেকে আলিম স্তর পর্যন্ত নতুন সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়। এতে কুরআন শিক্ষার ক্ষেত্রেও কিছু পরিবর্তন ও যুগোপযুগী করা হয। তবে আলিম স্তরের সিলেবাস পূর্বানুরূপ বহাল রাখা হয়।

পূর্বের সিলেবাস অনুযায়ী ১ম শ্রেণি থেকে দাখিল ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত গতানুগতিক ধারা রাখতে যেয়ে ১০০ নম্বরের রচনামূলক প্রশ্নোত্তর রাখা হয়। স্কুলের শিক্ষা ধারার সাথে মিল রাখতে যেয়ে ৯৬/৯৭ সাল থেকে প্রতি বিষয়ে ২০ নম্বরের বহু নির্বাচনী প্রশ্নোত্তর ব্যবস্থা রাখা হয়। উক্ত ধারাকে গতিশীল করতে ২০০৪ সালে ৩৫টি বহুনির্বাচনী প্রশ্ন থেকে ২৫টি প্রশ্নোত্তর ($২৫ \times ২ = ৫০$) ধারা চালু করা হয়। কুরআন ও তাজভিদ বিষয়েও উক্ত ধারা চালু ছিল। বর্তমানে কুরআন ও তাজভিদ বিষয়েও সৃজনশীল ধারা চালু হয়েছে। সেখানে ৬০ নম্বর সৃজনশীল ও ৪০ নম্বরে বহুনির্বাচনী (M.C.Q) ব্যবস্থায় O.M.R পদ্ধতি ব্যবহার করে পরীক্ষার ধারা চালু আছে।

২০১০ সাল থেকে ৮ম শ্রেণির জেডিসি (জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট) কোর্স হিসেবে গণ্য করে বোর্ডের অধীনে জেডিসি পরীক্ষা চালু হয়। বর্তমান শিক্ষানীতির আলোকে ১ম শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত কুরআন শিক্ষার বিষয়টি 'কুরআন ও তাজভিদ' নামে পাঠ্যভুক্ত আছে।

দাখিল স্তরের শিক্ষাক্রম

শিক্ষা ব্যবস্থায় গতিশীলতা সঞ্চার ও যুগোপযোগী করার জন্য শিক্ষাক্রম উন্নয়ন/পরিমার্জন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন করে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর ৬ নং অধ্যায়ে মাদরাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। বর্তমান বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির যুগে সমকালীন জীবনের চাহিদা ও জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে মাদরাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে কারিকুলাম পরিমার্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। মাদরাসা শিক্ষার সাধারণ বিষয়সমূহ হলঃ বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, শারীরিক ও স্বাস্থ্য, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, পৌরনীতি ইত্যাদি।

সাধারণ আবশ্যিক হিসেবে সকল বিষয়ের কারিকুলাম জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের তত্ত্বাবধানে উন্নয়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মাদরাসা শিক্ষার দাখিল ও আলিম স্তরের আরবি ও ইসলামি বিষয় যেমন– কুরআন মজিদ, হাদিস শরিফ, আকাইদ ও ফিকহ্ আরবি ১ম ও ২য় পত্র বিষয়ের কারিকুলাম রিভিউ/উন্নয়ন করার জন্য কার্যপরিধি উল্লেখ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিগত ২১/০৪/২০১১ তারিখ ভিন্নতর মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের তত্ত্বাবধানে কারিকুলাম রিভিউ/উন্নয়ন তদারকী কমিটি ও বিষয়ভিত্তিক রিভিউ কমিটি গঠন করা হয় এবং উক্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে মাদরাসা শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

দাখিল স্তরের সকল বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য আবশ্যিক বিষয় হিসাবে 'আল কুরআন ও তাজভিদ' বিষয়কে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর অন্তভুক্তির গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে–

- আল কুরআনুল কারিম মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে নাযিলকৃত একমাত্র জীবন বিধান। আল-কুরআনের আলোকেই একজন মুসলমানকে তার সামগ্রিক জীবন পরিচালনা করতে হয়। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত

বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর কুরআন অধ্যয়ন করা একান্ত অপরিহার্য।

- আল-কুরআনে মানব জীবনের সার্বিক বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়েছে। এতে যেমন বিধৃত হয়েছে মানব জীবনের আত্মিক বিষয় তথা ঈমান, সালাত, রোযা, হজ, যাকাত, ইহসান, আদল ইত্যাদি, তেমনি মানুষের জাগতিক কর্মকান্ডের রূপ তথা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীর ক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে। জীবনের প্রয়োজনীয় এসব নির্দেশনা প্রাপ্তির জন্য কুরআনের জ্ঞান আহরণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই মাদরাসা সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য 'আল কুরআন' পাঠ্যসূচির অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।
- মানব জীবন গতিশীল এবং মানুষের কর্মকান্ডের ধারাও পরিবর্তনশীল। শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এ ধারা অব্যাহত রাখলে পাঠ্যসূচির সংস্কার, পরিমার্জন এবং উন্নয়ন একান্তভাবে প্রয়োজন। আল কুরআন বিষয়ের পাঠ্যক্রমটি মাদরাসা শিক্ষার সংস্কার কমিটির সুপারিশের আলোকে প্রণীত হয়েছিল। ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাপী আর্থ সমাজিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন, নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন এবং জাতীয় ঐতিহ্যের প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুমোদিত হয়েছে। তাই কুরআনের শিক্ষাকে বাস্তবমুখী, জীবনঘনিষ্ঠ, আকর্ষনীয়, ফলপ্রসূ এবং শিক্ষার্থীদের আধুনিকমনস্ক, কর্মতৎপর, কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষকর্মী, মূল্যবোধসম্পন্ন, সৎ ও যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পাঠ্যসূচি সংস্কার সংক্রান্ত এ কর্মসূচির অবতারণা। এ শিক্ষাক্রমে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতিটি স্তরের জন্য স্তরভিত্তিক শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশাবলী নির্ধারণ করা হয়েছে। দাখিল ষষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত আল কুরআন ও তাজভিদ বিষয়ের সাধারণ উদ্দেশ্য হল–

উদ্দেশ্য

১. আল কুরআনের পরিচয় জানার মাধ্যমে এর প্রতি অটল বিশ্বাস স্থাপন করা।
২. আল কুরআন শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করা।
৩. আল কুরআনের সঠিক অনুবাদ করা।
৪. আল কুরআনের নির্বাচিত বিষয়বস্তুর তাৎপর্য অনুধাবনের মাধ্যমে বাস্তব জীবনে কাজে লাগানো।

মাদরাসা শিক্ষাক্রমে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ভূমিকা

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ উল্লেখিত শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিসমূহ, বিশেষ করে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কিত ধারাসমূহ পর্যালোচনা করে নতুন শিক্ষাক্রম উন্নয়নের ভিত তৈরি করা হয়।

শিক্ষানীতির ভিত্তিতেই প্রচলিত সকল ধারার (সাধারণ, মাদরাসাও ইংরেজী) শিক্ষা ব্যবস্থাকে নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত সমন্বিত ও একমুখী শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভূক্ত করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এ ব্যবস্থায় সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেনি পর্যন্ত একই শিক্ষাক্রম অনুসারে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হবে। মাদরাসা শিক্ষা ধারার সাথে সাধারণ শিক্ষার ধারার আবশ্যিক বিষয় সমূহ পরিমার্জন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়াটির পরিচালনার দায়িত্ব জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সক্রিয়ভাবে পালন করে আসছে। এ আলোকে এন সি টি বি ২০১২ সালে শিক্ষাক্রম উন্নয়নে কাজ সমাপ্ত করেন যা জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ নামে অভিহিত করা হয়। সকল ধারার সাথে বিষয় কাঠামোটি নিম্নে দেওয়া হল।

বিষয় কাঠামো (সকল ধারা)

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির বিষয় কাঠামো, নম্বর ও সময় বন্টন–

ক্রমি.	সকল ধারার আবশ্যিক বিষয় (সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা ও ইংরেজি শিক্ষা ধারা)	পরীক্ষার নম্বর	সময় বন্টন (ক্লাস পিরিয়ড)		
			সাপ্তাহিক	সাময়িক	বার্ষিক
১.	বাংলা	১৫০	৫	৮৭	১৭৪
২.	ইংরেজী	১৫০	৫	৮৭	১৭৪
৩.	গণিত	১০০	৪	৭০	১৪০
৪.	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	১০০	৩	৫৩	১০৬
৫.	বিজ্ঞান	১০০	৪	৭০	১৪০
৬.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৫০	২	৩৫	৭০
	মোট	**৬৫০**	**২৩**	**৪০২**	**৮০৪**

এছাড়া দাখিল পর্যায়ে নবম ও দশম শ্রেণিতে সাধারণ শিক্ষা ধারায় আবশ্যিক বিষয় অর্থাৎ বাংলা, ইংরেজি, গণিত, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়সহ বিভিন্ন গ্রুপে অর্থাৎ পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, নাগরিকতা, ব্যবসায় উদ্যোগ প্রভৃতি বিষয়সমূহ এক এবং অভিন্ন পাঠ্যসূচী মাদরাসা শিক্ষাক্রমে পরিচালিত হচ্ছে।

নির্দেশনাঃ

- প্রথম পিরিয়ডের ব্যাপ্তি ৬০ মিনিট ও অন্যান্য পিরিয়ডের ব্যাপ্তি ৫০ মিনিট।
- শনিবার থেকে বুধবার প্রতিদিন ৬ পিরিয়ড এবং বৃহস্পতিবার ৪ পিরিয়ড।
- দৈনিক প্রারম্ভিক সমাবেশ (Assembly)-এর মেয়াদ ১৫ মিনিট এবং ৩য় পিরিয়ড পর মধ্যাহ্ন বিরতি ৪৫ মিনিট।
- দুই শিফটে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে সব ক্ষেত্রে ৫ মিনিট করে সময় কম হবে এবং মধ্যাহ্ন বিরতি ২৫ মিনিট।

শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করার বিষয়ে শিক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশনা

- শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা খুবই গুরুত্বপুর্ন। সক্রিয়তার দুটি ক্ষেত্র মানসিক সক্রিয়তা ও দৈহিক সক্রিয়তা। মানসিক সক্রিয়তা অর্থাৎ শিক্ষনীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীর চিন্তন প্রক্রিয়া উদ্দীপ্ত করা। এমন সমস্যা, প্রশ্ন বা কাজ দেওয়া যার সমাধান চিন্তা করে বের করতে হয়। দৈহিক সক্রিয়তা হলো হাতে কলমে কাজ করে শেখা। শিক্ষা লাভ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীকে সক্রিয় রাখা গেলে কম সময়ে ও সহজে শিখন সম্ভব।
- মানুষ এক ধরনের কাজে দীর্ঘ সময় মনোযোগ দিতে পারে না। শিশুদের ক্ষেত্রে মনোযোগ দেওয়ার ব্যাপ্তি বয়স্কদের চেয়ে কম। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, ১২ থেকে ১৬ বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে এ ব্যাপ্তি ৮ থেকে ১০ মিনিট, তাও আবার নির্ভর করে কাজটি কতটা আকর্ষণীয় এবং আনন্দদায়ক। অতএব শ্রেণি কার্যক্রম হবে বৈচিত্রপূর্ণ। আলোচনা, দলগত কাজ, গল্প, লেখা, আঁকা, বিতর্ক, অভিনয়, হাতে কলমে কাজ, প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন ইত্যাদি পাঠের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রয়োগ করা হলে শিক্ষার্থীর মনোযোগ ধরে রাখা সম্ভব।
- প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বতন্ত্র (Every Individual is a Unique)। শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তা অধিকতর বিবেচনার দাবি রাখে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার নিজের মতো করে নিজ গতিতে শেখে। তাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা বিবেচনায় রেখে যথাসম্ভব শিক্ষার্থীর উপযোগী উপায়ে সহযোগিতা দেওয়া হলে শিক্ষার্থীর পক্ষে শিক্ষালাভ সহজ হয়।

- শিক্ষার্থীরা যা শিখবে তা বুঝে শিখবে। কোন বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করবে। না বুঝে মুখস্থ করা যথার্থ শিক্ষা নয়। এতে শিখনের সঞ্চালন হয় না। বুঝে শিখলে বা কোন সমস্যা সমাধানের যুক্তি ও পদ্ধতি বুঝে প্রয়োগ করলে অনুরূপ সমস্যার সমাধান নিজেই করতে পারে তাই মুখস্থের চেয়ে বুঝার উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।
- শিক্ষা লাভে যথাযথ শিক্ষোপকরণের সঠিক ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সব বিষয়েই কম বেশি শিক্ষোপকরণ ব্যবহারের সুযোগ আছে। শিক্ষোপকরণের সাহায্যে জটিল ও বিমূর্ত বিষয়কে সহজ ও মূর্ত করে উপস্থাপন করে বিষয়টির স্পষ্ট ধারণা দেওয়া যায়। একটি ছোট গাছ শ্রেণিতে প্রদর্শন করে গাছের বিভিন্ন অংশ বা মাল্টিমিডিয়ায় সূর্যগ্রহণ দেখালে যত সহজে সঠিক ধারণা লাভ সম্ভব অন্য কোনোভাবে তা সম্ভব নয়। মাল্টিমিডিয়ায় ব্যবহারের সুযোগ না থাকলে চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্যের অভিনয় বা চার্ট ব্যবহার করা যায়।
- শিখনকে স্থায়ীকরণের জন্য প্রয়োজন অনুশীলনের ব্যবস্থা। নতুনভাবে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা বারবার অনুশীলন করা হলে একদিকে যেমন শিখন স্থায়ী হয়, অন্যদিকে শিখন সঞ্চালনের সুযোগ সৃষ্টি হয়।
- শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক এমন হবে যেন শিক্ষার্থী শুধু লেখাপড়া বিষয়ক সমস্যা নয়, তার যে কোন ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সমস্যা বিনা সংকোচ শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে। শিক্ষক সমস্যা সমাধানে পরামর্শ দিবেন এবং সাধ্যমত সহায়তা করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীর মাঝে কোনো দেয়াল থাকবে না। সম্পর্ক হবে স্নেহ শ্রদ্ধার এবং খুবই ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক।
- শিক্ষকের বিশ্বাস থাকতে হবে যে, তার সকল শিক্ষার্থীই শেখার সামর্থ্য সম্পন্ন। সবার শেখার উপায় ও গতির মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে, তবে উপযুক্ত পরিবেশ ও সহযোগিতা থেকে শিক্ষার্থীর উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। তাই প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের উচ্চ ধারণা থাকা বাঞ্চনীয়। কোন শিক্ষার্থীকে কখনও 'মাথায় গোবর', তোকে দিয়ে কিছুই হবে না', 'গাধা', 'অপদার্থ' ইত্যাদি কোন ধরনের নেতিবাচক বা নিরুৎসাহমূলক কথা বলা যাবে না। বেত ব্যবহার বা কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক শাস্তি প্রদান শিক্ষা লাভের অন্তরায় এবং রাষ্ট্রীয় আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উৎসাহ প্রদান করা হলে শিক্ষার্থীর শেখার আগ্রহ অনেকটাই বেড়ে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী কমিটি কত সালে মাদরাসাসমূহে সংশোধিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পাঠ্যভুক্ত করার সুপারিশ করে?
ক. ১৯৭২ খ্রী:
খ. ১৯৭৫ খ্রী:
গ. ১৯৭৮ খ্রী:
ঘ. ১৯৮১ খ্রী:

২. দাখিল স্তরে সকল বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের কোন বিষয়টি আবশ্যিক বিষয় হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।
ক. আকাইদ ও ফিকহ্
খ. কুরআন মজিদ
গ. আল কুরআন ও তাজভিদ
ঘ. হাদিস শরিফ

৩. দাখিল ষষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত আল কুরআন ও তাজভিদ বিষয়ের সাধারণ উদ্দেশ্য–
i. আল কুরআনের প্রতি অটল বিশ্বাস করা।
ii. আল কুরআন শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করা।
iii. আল কুরআন সঠিক অনুধাবন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪. মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষা ধারায় শিক্ষাক্রম উন্নয়নের প্রধান কারণ সমূহ–
i. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর বাস্তবায়ন
ii. বাংলাদেশের রূপকল্প ২০২১ এর লক্ষ্য অর্জন
iii. এক বিংশ শতাব্দীর উপযোগী জনশক্তি সৃষ্টি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তরমালা: ১. খ, ২. গ, ৩. ঘ, ৪. ঘ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য কী?
২. মাদরাসা শিক্ষাক্রমে শামসুল হক কমিটির ভূমিকা বর্ণনা কর।
৩. ২০১০ সালের নতুন শিক্ষানীতির আলোকে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের পাঠ্যসূচীতে পরিবর্তনসমূহ কী কী?
৪. দাখিল স্তরে আল কুরআন ও তাজভিদ শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করুন।
৫. শিক্ষার সকল ধারায় আবশ্যিক বিষয়সমূহ উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. মাদরাসা শিক্ষাক্রম এর ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা করুন।

২. দাখিল স্তরে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে আল কুরআন ও তাজভিদ বিষয়টি শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভূক্তিতে শিক্ষার্থীর মেধা বিকাশে কতটুকু কার্যকর ভূমিকা রাখছে– তা বিশ্লেষণ করুন।

৩. মাদরাসা শিক্ষাক্রমে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

৪. শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিতকরণের বিবেচ্য বিষয়গুলো বর্ণনা করুন।

পাঠ ৫.৪: মাদরাসা শিক্ষায় মান যাচাই ও মূল্যায়ন Assessment and Evaluation

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- অভীক্ষা, পরিমাপ, মান যাচাই, মূল্যায়ন ও পরীক্ষা এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র গুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আবেগীয় ক্ষেত্রের ধারাবাহিক মূল্যায়নের কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষার্থীর বিষয়ভিত্তিক ধারাবাহিক মূল্যায়নের রেকর্ড নির্ধারিত ছকের মাধ্যমে সংরক্ষণ করতে পারবেন।
- সাময়িক ও পাবলিক পরীক্ষার প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।

শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে শিক্ষার্থীর অর্জিত মান যাচাই বা মূল্যায়ন। শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন হল শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি, সফলতা ও ব্যর্থতা যাচাই করা। মূল্যায়নের সময় ও ধরন বিবেচনায় শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন প্রধানত দুই ধারায় করতে হয়। একটি হল ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং অপরটি হল সামষ্টিক মূল্যায়ন। শিখন শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি নির্ধারণ করাই হচ্ছে ধারাবাহিক মূল্যায়ন। এ মূল্যায়নকে শিখনের জন্য মূল্যায়ন বা Assessment for learning বলা হয়। কোনো সাময়িক বা কোর্সের শেষে যে মূল্যায়ন করা হয় তাকে সামষ্টিক মূল্যায়ন বলে। সামষ্টিক মূল্যায়নকে শিখনের মূল্যায়ন বা Assessment বলা হয়।

মূল্যায়নের ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষক তার শিক্ষার বিষয়বস্তু ও শিক্ষাদান পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধন করতে পারেন। মূল্যায়ন শিক্ষাক্রম উন্নয়নে সহায়তা করে। মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার লক্ষ্য কতটুকু অর্জিত হলো তা জানা সম্ভব। এখানে উল্লেখ্য যে, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে সাধারণ শিক্ষা ধারায় অনুসৃত শিক্ষার্থী মূল্যায়ন প্রক্রিয়া মাদরাসা শিক্ষা ধারায় অনুসরণ করা হবে। অর্থাৎ মূল্যায়ন পদ্ধতি এক এবং অভিন্ন অনুসরণযোগ্য। তাছাড়া মূল্যায়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়াবলি প্রথমে জানা দরকার।

১. অভীক্ষা, পরিমাপ, মান যাচাই, মূল্যায়ন ও পরীক্ষা এর ধারণা

অভীক্ষা (Test): ইংরেজি Test শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ অভীক্ষা। অভীক্ষা হলো পরিকল্পিত উপায়ে প্রণীত এক গুচ্ছ প্রশ্ন বা কাজ। অভীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব যাচাই করা হয়। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ম্যারীও প্রণল্যান্ড এবং জয়নি এ বিল এর মতে, 'Test is the set of question". সুতরাং বলা যায় "পরীক্ষা গ্রহণের জন্য যে প্রশ্নপত্র উপকরণ বা কৌশল ব্যবহৃত হয় তাকে অভীক্ষা বলে"।

পরিমাপ (Measurement): পরিমাপ (Measurement) শব্দটির অর্থ হল কোন কিছুর পরিমাণ নির্ণয় করা। শিক্ষায় পরিমাপ বলতে শিক্ষার্থীর কোন অর্জিত জ্ঞান বা কোন বিশেষ দক্ষতা বা কোন সক্রিয় বিশেষ দিকটির পরিমাপ বোঝায়। অর্থাৎ পরীক্ষার ফলাফলকে সংখ্যায় প্রকাশ করার প্রক্রিয়াই হল পরিমাপ।

মানযাচাই (Assessment): পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিমাণ নির্ধারণ করাই হলো মানযাচাই। বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়ন কৌশল বা ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি নিরূপণ করাকে মানযাচাই বলা হয়। মান যাচাই হল শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি, সফলতা ও ব্যর্থতা যাচাই করা।

মূল্যায়ন (Evaluation): মূল্যায়ন শব্দটির অভিধানিক অর্থ হল কোন কিছুর উপর মূল্য নিরূপণ করা। শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান দক্ষতার পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য ও গুণগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তুলনামূলক বিচার করে মূল্য নিরূপণ করাই শিক্ষার মূল্যায়ন। শিক্ষার্থীর শিখন উদ্দেশ্য কতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে তা নিরূপনের জন্য শিক্ষার্থী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিচার বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়ন বোঝায়।
পরীক্ষা (Examination): শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান দক্ষতা পরিমাপ ও মূল্যায়নের সার্বিক কার্যক্রমকে পরীক্ষা বলে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা অভীক্ষা, উত্তরপত্র, উত্তরপত্র পরিমাপ, নম্বরপত্র, ফলাফল তৈরি, সনদপত্র বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়।

২. জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০১২ এর আলোকে মান যাচাই ও মূল্যায়ন

ক. শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন

সাধারণ অর্থে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন হলো শিক্ষা কার্যক্রম থেকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ণয় করা। অর্থাৎ শিক্ষাক্রমে উল্লেখিত পূর্ব নির্ধারিত শিখনফল শিক্ষার্থী কতটা অর্জন করেছে তা নিরূপণই শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন। যদিও মূল্যায়ন কথাটির বিস্তৃতি অনেক ব্যাপক। বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। মূল্যায়নের সময় ও ধরন বিবেচনায় শিক্ষার্থীর মুল্যায়ন প্রধানত দুই ধারার। (ক) গঠনকালীন বা ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং (খ) সামষ্টিক মুল্যায়ন। পাঠ চলাকালীন বা নির্দিষ্ট পাঠ্যাংশ থেকে শিক্ষার্থীর অর্জন মূল্যায়ন করা হয়। এ মূল্যায়ন ধারাবাহিক বা গঠনকালীন মূল্যায়ন। আবার নির্দিষ্ট সময় বা কার্যক্রম শেষে সাময়িক পরীক্ষা, বার্ষিক পরীক্ষা, এসএসসি পরীক্ষা ইত্যাদি পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। এ ধরনের মূল্যায়ন হল সামষ্টিক মূল্যায়ন। ধারাবাহিক ও সামষ্টিক উভয় ধারার মূল্যায়নেরই প্রয়োজন আছে। তবে ধারাবাহিক মূল্যায়নের গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ-

খ. ধারাবাহিক মূল্যায়ন

বাংলাদেশে সকল ধারার (সাধারণ শিক্ষা, মাদরাসা ও ইংরেজি শিক্ষা) ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত নিম্নলিখিত দুইটি ক্ষেত্রে ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম চলবে।

১. বিষয়ভিত্তিক বুদ্ধিবৃত্তীয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রের ধারাবাহিক মূল্যায়ন;
২. আবেগীয় ক্ষেত্রের ধারাবাহিক মূল্যায়ন।

বিষয়ভিত্তিক বুদ্ধিবৃত্তীয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রের ধারাবাহিক মূল্যায়ন

- বিষয় শিক্ষক বিষয়ভিত্তিক বুদ্ধিবৃত্তীয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রের ধারাবাহিক মূল্যায়ন করবেন।
- প্রতিটি বিষয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর ২০%
- প্রতিটি বিষয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও নম্বর বন্টন:

ক্ষেত্র	**নম্বর**
(ক) শ্রেণির কাজ	১০
(খ) বাড়ির কাজ ও অনুসন্ধানমূলক কাজ	০৫
(গ) শ্রেণি অভীক্ষা	০৫
	মোট ২০

প্রতি বিষয় শিক্ষক কর্তৃক স্ব স্ব বিষয়ে প্রতি শিক্ষার্থীকে ২০% নম্বরের ভিত্তিতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করে নির্ধারিত ছকে মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ, অনুসন্ধানমূলক কাজ ও শ্রেণি অভীক্ষা কীভাবে করতে হবে তা জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০১২-তে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে।

গ. কোর্সওয়ার্ক রেকর্ড সংরক্ষণ ছক

শ্রেণি: ষষ্ঠ থেকে দশম বিষয়: (বাংলা ও ইংরেজি)

প্রথম সাময়িক																								
রোল নম্বর	শিক্ষার্থীর নাম	শ্রেণির কাজ			বাড়ির কাজ			শ্রেণি অভীক্ষা			মোট	গড়	দ্বিতীয় সাময়িক											
													শ্রেণির কাজ			বাড়ির কাজ			শ্রেণি অভীক্ষা			মোট	গড়	মোট গড় নম্বর
		শোনা ১	বলা ২	পড়া ৩	লিখিত	লিখিত	লিখিত	লিখিত	লিখিত	শোনা বলা			শোনা	বলা	পড়া	লিখিত	লিখিত	লিখিত	লিখিত	লিখিত	শোনা বলা			
		১০	১০	১০	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৬০	২০	১০	১০	১০	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৬০	২০	২০
১																								

নির্দেশনা (ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির কাজ)

শ্রেণির কাজ	প্রতি সাময়িকে শোনা, বলা, এবং পড়া যাচাই করার জন্য ৩টি শ্রেণির কাজের রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
বাড়ির কাজ	প্রতি সাময়িকে ৩টি বাড়ির কাজের রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
শ্রেণি অভীক্ষা (লিখিত এবং শোনা ও বলা)	প্রতি সাময়িকে ২টি লিখিত অভীক্ষা এবং ১টি শোনা/বলা অভীক্ষার রেকর্ড সংক্ষরণ করতে হবে।

প্রতি বিষয়ের জন্য আলাদা ছক ব্যবহার করতে হবে
১০০ নম্বরের বিষয়ের জন্য প্রতি সাময়িকে ৬০ নম্বরে প্রাপ্ত মোট নম্বরকে ৩ দিয়ে ভাগ করে এবং ৫০ নম্বরের বিষয়ের প্রতি সাময়িকে ৬০ নম্বরের প্রাপ্ত মোট নম্বরকে ৬ দ্বারা ভাগ করে সাময়িক গড় নির্ণয় করা যাবে। দুই সাময়িকের গড় নম্বরের যোগফলকে ২ দিয়ে ভাগ করে গড় নির্ণয় করতে হবে।

ঘ. আবেগীয়ঃ মূল্যবোধের ধারাবাহিক মূল্যায়ন

শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। একজন শিক্ষার্থী শুধু মেধাবী হলেই হবে না তাকে ভালো মানুষও হতে হবে। ভালো মানুষের গুণাবলি অর্জন করতে হবে। একজন শিক্ষার্থী ভালো মানুষ কিনা তা জানতে হলে তার আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করতে হবে। ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিক আচরণ ও সামাজিক মূল্যবোধ মূল্যায়ন করা হবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের আচরণ ও সামাজিক মূল্যবোধ কোনো একটি ঘটনা বা ইস্যু দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে মূল্যায়ন করা যায় না। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী শ্রেণির কাজের পাশাপাশি প্রতিনিয়ত বহু কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করবে। এগুলো হলো দৈনিক সমাবেশ, খেলাধুলা ও ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, শিক্ষা সফর ও পরিদর্শন, জাতীয় দিবস উদযাপন, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বিজ্ঞান মেলা, গণিত অলিম্পিয়াড, বয়েজ স্কাউটস, গার্লসগাইড, বিএনসিসি এবং পরিবেশ সংরক্ষণের কার্যক্রম ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কর্মকান্ডের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাদের আচরণ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য

মূল্যায়নে আসা যায়। শিক্ষাক্রমে আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখনফল মূল্যায়নের আওতায় আনা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যে গুণাবলি ও মূল্যবোধ পরিমাপের আওতায় আনা হয়েছে সেগুলো হল– নিয়মানুবর্তিতা, দেশপ্রেম, নেতৃত্ব, সততা, শৃঙ্খলা, সহযোগিতা, সক্রিয় অংশগ্রহণ, সহিষ্ণুতা, সচেতনতা ও সময়ানুবর্তিতা।

শ্রেণি শিক্ষক অন্যান্য বিষয় শিক্ষকের সাথে পরামর্শ করে আবেগীয় ক্ষেত্রের মূল্যায়ন করবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

শিক্ষার্থীর আচরণ ও মূল্যবোধের (আবেগীয় শিখন ফল) ধারাবাহিক রেকর্ড সংরক্ষণ ছক

প্রথম সাময়িক পরীক্ষা												প্রাপ্ত নম্বর
রোল নম্বর	শিক্ষার্থীর নাম	নিয়মানুবর্তিতা	দেশপ্রেম	সততা	নেতৃত্ব	শৃঙ্খলা	সহযোগিতা	সক্রিয় অংশগ্রহণ	সহিষ্ণুতা	সচেতনতা	সময়ানুবর্তিতা	
১												
২												
৩												

দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা												প্রাপ্ত নম্বর
রোল নম্বর	শিক্ষার্থীর নাম	নিয়মানুবর্তিতা	দেশপ্রেম	সততা	নেতৃত্ব	শৃঙ্খলা	সহযোগিতা	সক্রিয় অংশগ্রহণ	সহিষ্ণুতা	সচেতনতা	সময়ানুবর্তিতা	
১												
২												
৩												

নির্দেশনা: আচরণ ও মূল্যবোধের ধারাবাহিক মূল্যায়নে একজন শিক্ষার্থী প্রতিটি আচরণ ও মূল্যবোধের জন্য ৩ (অতি উত্তম) বা ২ (ভালো বা ১ (অগ্রগতি প্রয়োজন) পেতে পারে। ১০টি আচরণ ও মূল্যবোধের জন্য একজন শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ ৩০ এবং সর্বনিম্ন ১০ পেতে পারে। শিক্ষার্থীর আচরণ ও মূল্যায়নের চার স্তরের পৃথক গ্রেড প্রদান করা হবে। নিচে নম্বরের সীমার জন্য নির্ধারিত গ্রেড দেওয়া হল।

সম্বরের সীমা	ধারবাহিক মূল্যায়নের গ্রেড
২৬-৩০	অতি উত্তম
২১-২৫	উত্তম
১৬-২০	ভালো
১০-১৫	অগ্রগতি প্রয়োজন

শিক্ষার্থীর আচরণ ও মূল্যবোধের ভালো দিকগুলো এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অগ্রগতি প্রয়োজন তা উল্লেখ পূর্বক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে মন্তব্য করতে হবে।

ঙ. সাময়িক পরীক্ষা ও পাবলিক পরীক্ষা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-এর নির্দেশনা অনুসারে মাদরাসাসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষা বর্ষ ছয় মাসব্যাপী দুটি সাময়িকে ভাগ করা হবে। প্রতি ছয় মাসে এক সাময়িক হিসাবে প্রতি শিক্ষা বছরে দুটি সামায়িক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতি সাময়িক পরীক্ষা শেষে ধারবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরকে একত্রিত করে দুটি সাময়িকে পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর এবং ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরের সমন্বয়ে প্রতি শিক্ষার্থীর পরবর্তী উচ্চতর শ্রেণি বা কার্যক্রমে উন্নীত করার বিষয় বিবেচনা করা হবে।

সাময়িক এবং পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং উত্তরপত্রে মূল্যায়ন, সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির নির্দেশনা অনুসারে সংঘটিত হবে। শিক্ষা বর্ষের শুরুতে বিষয় শিক্ষক প্রধান শিক্ষকের সাথে পরামর্শ করে শিক্ষাক্রমে প্রদত্ত অধ্যায়সমূহকে দ্বিতীয় সাময়িকে বন্টন করবেন। প্রথম সাময়িকে মূল্যায়নকৃত অধ্যায়সমূহকে দ্বিতীয় সাময়িকে

মূল্যায়নের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। তবে অষ্টম ও দশম শ্রেণির পাবলিক পরীক্ষার (JSC, JDC, SSC) জন্য এই নির্দেশনা প্রযোজ্য নয়।

সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির প্রশ্নপত্রে দুই ধরনের প্রশ্ন থাকবে। একটি হচ্ছে বহুনির্বাচনী প্রশ্ন এবং অপরটি হচ্ছে সৃজনশীল প্রশ্ন। বহুনির্বাচনী প্রশ্নপত্রে তিন ধনের বহুনির্বাচনী প্রশ্ন থাকবে। এগুলো হচ্ছে সাধারণ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন, বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন এবং অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন। বহুনির্বাচনী প্রশ্নপত্রে চিন্তন দক্ষতার চারস্তরের প্রশ্ন আনুপাতিকহারে থাকবে(জ্ঞান স্তর ৪০%, অনুধাবন স্থর ৩০%, প্রয়োগ স্তর ২০% এবং উচ্চতর দক্ষতা ১০%)। সকল অধ্যায়কে পরীক্ষার আওতাভূক্ত করতে হবে। প্রশ্নপত্র প্রণয়নের পূর্বে নির্দেশক ছক তৈরি করতে হবে। প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নে একটি উদ্দীপক থাকবে এবং উদ্দীপকের সাথে ৪টি প্রশ্ন থাকবে। প্রশ্ন ৪টি দিয়ে চিন্তন দক্ষতার চারটি স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতা) যাচাই করা হবে। নম্বর প্রদান নির্দেশিকা অনুসরণ করে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৪

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. পরীক্ষার কার্যক্রমের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়–
   i. উত্তরপত্র পরিমাপ
   ii. ফলাফল তৈরি
   iii. সনদ বিতরণ
   নিচের কোনটি সঠিক?
   (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২. প্রতিটি বিষয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর কত?
   ক. ১০ %
   খ. ১৫ %
   গ. ২০ %
   ঘ. ২৫%

৩. শ্রেণি অভীক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিটি সাময়িক বা কোর্সে কতটি রেকর্ড লিপিবদ্ধ করতে হয়?
   ক. ২টি
   খ. ৩টি
   গ. ৪টি
   ঘ. ৫টি

৪. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন পত্র প্রণয়নের ধরন হল–
   i. সাধারণ বহু নির্বাচনী প্রশ্ন
   ii. বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন
   iii. উচ্চতর দক্ষতা চিন্তন প্রশ্ন
   নিচের কোনটি সঠিক?
   (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তরমালা: ১. খ, ২. গ, ৩. খ, ৪. ক

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. অভীক্ষা ও পরীক্ষা বলতে কী বোঝায়?
২. ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও নম্বর বন্টন উল্লেখ করুন।
৩. শিক্ষার্থীর আচরণ ও মূল্যবোধের ধারাবাহিক রেকর্ড কীভাবে সংরক্ষণ করবেন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. অভীক্ষা, পরিমাপ, মানযাচাই ও মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
২. মূল্যায়নের প্রকারভেদ উল্লেখপূর্বক প্রতিটির গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৩. ধারাবাহিক মূল্যায়নে ক্ষেত্রসমূহ মান যাচাই (Assessment)-এ কতটুকু কার্যকর ভূমিকা রাখছে তা বিশ্লেষণ করুন।
৪. মূল্যাবোধের ধারাবাহিক মূল্যায়নের কার্যকারিতা যাচাই করুন।
৫. সাময়িক ও পাবলিক পরীক্ষার প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।

পাঠ ৫.৫: মাদরাসা শিক্ষার ব্যবস্থাপনা এবং অর্থায়ন Management and Financing

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মাদরাসা শিক্ষায় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরে কাঠামোসহ এর কর্মপরিধি বর্ণনা করতে পারবেন।
- মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য বিবৃত করতে পারবেন।
- প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বে-সরকারি মাধ্যমিক মাদরাসার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সরকারি মাদরাসার অর্থ বরাদ্দের উৎস ও অর্থ বরাদ্দকরণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বেসরকারি মাদরাসার জন্য সরকারি অর্থ বরাদ্দের প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অন্যতম শিক্ষা উপধারা হল মাদরাসা শিক্ষা। এটি মূলত ইসলামী ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা যা সাধারণ শিক্ষার মতই প্রাথমিক স্তর থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। শিক্ষার্থীদের মধ্যে আল-কুরআন ও হাদীসের প্রতিফলন ঘটিয়ে তাদের দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবিক দিকের সর্বাঙ্গীন বিকাশ এ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। বর্তমানে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী এ শিক্ষা ধারায় লেখাপড়া করছে। যদিও শিক্ষার্থীদের ইসলামী ধারার শিক্ষা প্রদান মাদরাসা শিক্ষার মূখ্য উদ্দেশ্য, তথাপি বিভিন্ন সংস্কার ও পরিমার্জনের মাধ্যমে মাদরাসা শিক্ষার মাধ্যমিক (দাখিল) এবং উচ্চ মাধ্যমিক (আলিম) স্তরকে সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সমমানে উন্নীত করে একাডেমিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ফলে মাদরাসা শিক্ষা দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

ক. মাদরাসা শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

কেবলমাত্র তিনটি সরকারি মাদরাসা ব্যতীত বাংলাদেশের সকল মাদরাসাই বেসরকারিভাবে পরিচালিত হয়। এ লক্ষ্যে জুলাই ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের এক প্রজ্ঞাপনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর গঠিত হয়। সরকারি ও বেসরকারী মাদরাসা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর এর উপর ন্যস্ত হয়। তাছাড়া প্রশাসনিক এবং একাডেমিক নিয়ম কানুন ও নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে থাকে। এছাড়া মাদরাসা অধিদপ্তর সকল এমপিওভূক্ত বেসরকারি মাদরাসার শিক্ষকদের এমপিও প্রস্তুতির দায়িত্ব পালন করে থাকে। মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ছাড়াও মাদরাসা শিক্ষার ব্যবস্থাপনার সাথে আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলো হল–

১. শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার;
২. পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর;
৩. শিক্ষা প্রকৌশলী অধিদপ্তর;
৪. বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস);
৫. জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম);
৬. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড;
৭. আঞ্চলিক শিক্ষা অফিস;

৮. জেলা শিক্ষা অফিস;
৯. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস।

এসব প্রতিষ্ঠান সাধারণ শিক্ষা ধারার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করে, মাদরাসা শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রায় অনুরূপ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশের সকল ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা অধিভূক্তি ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পালন করে আসছে। তাছাড়া মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ এবং ফাজিল (স্নাতক) ও কামিল (স্নাতকোত্তর) পর্যায়ে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী আধুনিকীকরণ ও উন্নতি সাধন, শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও যোগ্যতা বৃদ্ধিসহ মাদরাসা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ন্যস্ত করার লক্ষ্যে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১৩ (৩৭নং আইন) মহান জাতীয় সংসদে অনুমোদন লাভ করে। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম ২০১৪ সাল থেকে শুরু হয়েছে।

খ. মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর

মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর একটি নব সৃষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান। এর কার্যক্রম জুলাই ২০১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শুরু হয়। অধিদপ্তরের প্রধান হলেন মহাপরিচালক। বর্তমানে তাকে প্রশাসনিক ও একাডেমিক কাজে সহায়তা করার জন্য রয়েছে-

১. পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)– ০১ জন
২. পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন)– ০১ জন
৩. উপ-পরিচালক (অর্থ)– ০১ জন
৪. উপ-পরিচালক (প্রশাসন)– ০১ জন
৫. উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন)– ০১ জন
৬. সহকারী পরিচালক (দাখিল ও এবতেদায়ি)– ০১ জন
৭. সহকারী পরিচালক (সরকারি ও সিনিয়র মাদরাসা)– ০১ জন
৮. সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)– ০১ জন
৯. সহকারী পরিচালক (অর্থ)– ০১ জন

তাছাড়া অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ কাজে সহায়তা করে থাকে।

মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মপরিধি

১. মাদরাসা শিক্ষা সংক্রান্ত সরকারের নীতি বাস্তবায়ন করা।
২. শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মাদরাসা শিক্ষা সংক্রান্ত সকল উপদেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া।
৩. সরকারি/বেসরকারি মাদরাসা প্রতিষ্ঠানের আদর্শ, মান সুনিশ্চিতকরণের কৌশল নির্ধারণ ও তা প্রয়োগ করা।
৪. মাদরাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনিক, আর্থিক ও একাডেমিক কর্মকান্ড তত্ত্বাবধান করা।
৫. অর্গানোগ্রাম মোতাবেক মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠান/মাদরাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ/বদলী/পদোন্নতি ও চাকুরী সংক্রান্ত কার্যক্রম।
৬. মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠান/মাদরাসা শিক্ষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের টাইম স্কেল, সিলেকশন গ্রেড ও উচ্চতর স্কেল প্রদান/ দক্ষতা সীমা অতিক্রমের অনুমতি ও অগ্রীম বর্ধিত বেতন মঞ্জুরী।
৭. মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠান/মাদরাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রকার ছুটি মঞ্জুর/বিদেশ ভ্রমণ/প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা।

৮. মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠান/মাদরাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শৃঙ্খলা মূলক কার্যক্রম।
৯. মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর ও অধীনস্ত মাদরাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাজেট প্রণয়ন ও আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ।
১০. মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর ও অধীনস্ত মাদরাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অডিট সংক্রান্ত কার্যাবলী নিস্পত্তিকরণ।
১১. বেসরকারি মাদরাসা এমপিওভূক্তকরণ।
১২. বেসরকারি মাদরাসার শিক্ষক কর্মচারীর এমপিওভূক্তকরণ।
১৩. বেসরকারি গভর্নিং বডিতে সদস্য মনোনয়ন সংক্রান্ত।
১৪. মাদরাসা সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি তত্ত্বাবধান।
১৫. সকল প্রকার মাদরাসার প্রশাসনিক তত্ত্বাবধান।
১৬. ফাযিল ও কামিল মাদরাসায় বিদ্যোৎসাহী সদস্যপদে মহাপরিচালকের প্রতিনিধি মনোনয়ন দান।
১৭. সকল প্রকার পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন।
১৮. নিয়মিত মাদরাসা পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রেরণ।
১৯. মাদরাসা শিক্ষা কার্যক্রম তদারক।
২০. মাদরাসার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মূল্যায়ন।
২১. উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কর্মে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে কাজের সমন্বয় করা।
২২. সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের সাথে যোগাযোগ পালন করা।
২৩. সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।
২৪. গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করা।
২৫. সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজের রিপোর্ট নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।

গ. মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের কার্যাবলি

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৮ সালের মাদরাসা শিক্ষা অর্ডিনেন্স অনুযায়ী ১৯৭৯ সালের ৪ঠা জুলাই "বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড" প্রতিষ্ঠিত হয়। বোর্ডের নির্বাহী প্রধান হলেন চেয়ারম্যান। তাঁকে প্রশাসনিক ও একাডেমিক কাজে সহায়তা করার জন্য রয়েছেন একজন রেজিষ্ট্রার, একজন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও একজন মাদরাসা পরিদর্শক। এছাড়া আরও আছেন উপ রেজিস্ট্রার, উপ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, উপ মাদরাসা পরিদর্শক এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের সর্বমোট জনবল ১২০ জন।

মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. মাদরাসা শিক্ষার সংগঠন, পরিচালনা, পরিদর্শন, নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নয়ন;
২. মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষাসমূহের পাঠ্যসূচি নির্ধারণ;
৩. বোর্ডের পরিদর্শন শাখার পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মাদরাসা প্রতিষ্ঠার অনুমোদন প্রদান অথবা অনুমোদন প্রত্যাহার বা স্থগিত রাখা;
৪. বিভিন্ন ধরণের মাদরাসার (দাখিল, আলিম) শিক্ষার্থীদের ভর্তি এবং বদলী সংক্রান্ত নিয়মাবলী নির্ধারণ;
৫. মাদরাসা পরিদর্শনের প্রক্রিয়া ও ধরণ নির্ধারণ;
৬. প্রয়োজনে উপযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন প্রাপ্ত যে কোন মাদরাসা পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ;
৭. দাখিল, আলিম ইত্যাদি পরীক্ষা বা অন্য যে কোন স্তরের পরীক্ষা অনুষ্ঠান, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৮. বোর্ড কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষার ফল প্রকাশ;
৯. পরীক্ষায় যারা পাশ করে তাদেরকে সনদ, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট ইত্যাদি প্রদান এবং প্রয়োজনবোধে এগুলো প্রত্যাহার;
১০. শিক্ষা এবং মাদরাসার গভর্নিং বডি/ম্যানেজিং কমিটির মধ্যকার বিবাদ মীমাংসা করা বা মীমাংসার ব্যবস্থাকরণ;
১১. বোর্ড সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
১২. বোর্ডের কর্মকর্তা কর্মচারীর সংখ্যা, পদবী এবং বেতন ও ভাতাদি নির্ধারণ এবং প্রয়োজনবোধে অর্ডিনেন্স-এর প্রবিধান অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ ও উপদেষ্টা নিয়োগ;
১৩. যে কোন পদ সৃষ্টি বা বিলোপসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নিয়ন্ত্রণ;
১৪. শিক্ষার্থীদের মেধার স্বীকৃতি হিসেবে ভাতা, মেধাবৃত্তি, উপবৃত্তি, পদক ও পুরস্কার প্রদান;
১৫. মাদরাসা শিক্ষা অর্ডিনেন্স এবং বিভিন্ন রেগুলেশন কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা ও দায়িত্বের পরিধিতে চুক্তি সম্পাদন ও তা অনুসরণ;
১৬. মাদরাসার কাজ পরিচালনার জন্য ভবন, আঙ্গিনা, আসবাবপত্র, উপকরণাদি, বই এবং অন্যান্য জিনিসের ব্যবস্থাকরণ;
১৭. ইবতেদায়ী, দাখিল আলিম, ফাযিল এবং কামিল স্তরের পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ বা অনুমোদন এবং
১৮. অর্ডিনেন্স অনুযায়ী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন।

বোর্ড বিভিন্ন কমিটি গঠনের মাধ্যমে তার ওপর অর্পিত ক্ষমতা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে থাকে। কমিটি সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল একাডেমিক কমিটি, অর্থ কমিটি, শিক্ষাক্রম ও বিষয় কমিটি, পরীক্ষা কমিটি, মনোনয়ন কমিটি ইত্যাদি। বোর্ড কার্য-সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে আরও বিভিন্ন কমিটি গঠন করতে পারে।

ঘ. প্রতিষ্ঠানিক পর্যায়ে মাদরাসা শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি রেগুলেশন এ্যাক্ট ১৯৭৯ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বেসরকারি মাদরাসাসমূহের ব্যবস্থাপনা তদারকীর জন্য ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডি গঠনের প্রবিধান রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট মাদরাসার অধ্যক্ষের। মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত নীতি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতার ভিত্তিতে অধ্যক্ষগণ মাদরাসাসমূহের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। তবে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বেসরকারি মাধ্যমিক মাদরাসার (দাখিল এবং আলিম) ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ম্যানেজিং কমিটির। একজন চেয়ারম্যান এবং ১২ জন সদস্য নিয়ে ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হয়ে থাকে। মাদরাসার অধ্যক্ষ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ; পদ মঞ্জুরীকরণ; চাকুরীর শর্তাবলী বাস্তবায়ন; শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ; মাদরাসার ভৌত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি; ছুটি মঞ্জুর; আর্থিক অগ্রীম প্রদান, ছুটির তালিকা প্রস্তুত ইত্যাদি ম্যানেজিং কমিটির দায়-দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত। তাছাড়া আলিম, ফাজিল ও কামিল পর্যায়ে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গভর্নিং বডির এবং ম্যানেজিং কমিটি অনুরূপ দায়িত্ব পালন করে থাকে।

ঙ. মাদরাসা শিক্ষায় অর্থায়ন

বাংলাদেশে বর্তমানে ৩টি সরকারি মাদরাসাসহ ৬৫৬৪টি দাখিল মাদরাসা, ১৪৮০টি আলিম মাদরাসা, ১০৫৩টি ফাজিল মাদরাসাএবং ২২১টি কামিল মাদরাসা রয়েছে। এ সকল মাদরাসার ১১৪০৩৩ জন শিক্ষক কর্মরত আছে। তাছাড়া শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (বিএমটিটিআই) রয়েছে। এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ সরকারকে ব্যয় করতে হয়। এসব অর্থ বরাদ্দ প্রক্রিয়ার

মূল দায়িত্ব পালন করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এই অর্থ দু'টি প্রক্রিয়ায় বরাদ্দ করা হয়। একটি হল সরকারি মাদরাসা অপরটি হল বেসরকারি মাদরাসা।

১. সরকারি মাদরাসার অর্থায়নের প্রক্রিয়া

সরকারি অর্থ বরাদ্দ

- সরকার কর উৎস এবং কর বর্হিভূত উৎস থেকে রাজস্ব আদায় করে থাকে, যার একটা অংশ শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হয়। শিক্ষা অর্থায়নের জন্য সাধারণত সরকারি কোন কর আদায় করা হয় না।
- স্কুলের স্থাবর সম্পত্তি, যেমন– আবাদী জমি, পুকুর (যদি থাকে) থেকে অর্থ আয় হয়ে থাকে।
- টিউশন ফি ও অন্যান্য ফি থেকে আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা হয়।
- বিদেশি সাহায্য: আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়নের জন্য সাহায্য ও ঋণ প্রদান করে থাকে।

অর্থ বরাদ্দ প্রক্রিয়া

- মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বাজেট তৈরি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় (Ministry of Education- MOE)- এ পেশ করে।
- শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাজেট পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অর্থ মন্ত্রণালয়ে (Ministry of Finance- MOF) পাঠায়।
- অর্থ মন্ত্রণালয় সর্বশেষ পর্যালোচনা করে জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশন উপস্থাপন করে। সংসদে পাশ হওয়ার পর এই বাজেট বইয়ে প্রকাশিত হয়।
- শিক্ষা মন্ত্রণালয় এরপর মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরে এর মাধ্যমে অর্থ প্রদানের সরকারি আদেশ GO জারি করে।
- এরপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ হিসাব রক্ষণ অফিস (শিক্ষা) থেকে অর্থ উত্তোলন করে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি ও আনুসাংগিক এবং প্রশিক্ষণ খাতে ব্যয় করে থাকে।

২. বেসরকারি মাদরাসার জন্য সরকারি অর্থায়ন

সরকারি অর্থ বরাদ্দ

বেসরকারি মাদরাসার জন্য রাজস্ব বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করা হয়। এই অর্থ দ্বারা শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি দেওয়া হয়। সরকারি অনুদানে তাঁদের মূল বেতনের ১০০% এবং মাথাপিছু টা. ১০০০/- বাসা ভাড়া ও টা. ৫০০/- চিকিৎসা ভাতা দেওয়া হয়।

অর্থ বরাদ্দকরণ প্রক্রিয়া

উল্লিখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সরকারি অনুদান বিতরণের প্রক্রিয়া নিম্নরূপ:

- এমপিও (MPO- Monthly Payment Order)-এর ভিত্তিতে সরকারের রাজস্ব বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করা হয়।
- মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রস্তাবের ভিত্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অর্থ প্রদানের সরকারি আদেশ (GO) দেয়।
- এই সরকারি আদেশের ভিত্তিতে বিভাগওয়ারী ৪টি ব্যাংক (সোনালী, অগ্রণী, রূপালী ও জনতা) এর মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান করা হয়।

৩. উন্নয়ন অর্থ বরাদ্দকরণ

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য উন্নয়ন অর্থ বরাদ্দের নির্ধারিত কোন নিয়ম নেই। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দের যে সাধারণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় তা নিম্নরূপ:

স্বীকৃতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উন্নয়ন অনুদানের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচির বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরে আবেদন করতে হয়। মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা বিচার বিবেচনা করে উন্নয়ন বাজেটে অর্থ বরাদ্দের জন্য নিজস্ব মন্তব্য সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবসমূহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পেশ করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই প্রস্তাব গ্রহণ বা অগ্রাহ্য করতে পারে। প্রস্তাব গৃহীত হলে ইহা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় (ADP) অন্তর্ভূক্ত হয়। একবার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত হলে অধিদপ্তরের পরিকল্পনা শাখা, কর্মসূচি বাস্তবায়ন কাজ তদারকি করে থাকে। তাছাড়া বেসরকারি মাদরাসা পর্যায়ে বিভিন্ন কার্য-সম্পাদন, শিক্ষকদের বর্ধিত বেতন ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ সংকুলানের জন্য অর্থের যোগান দিতে হয়। নিচে অর্থ যোগানের উৎস সমূহ দেয়া হল-

- শিক্ষার্থীর ভর্তি ফি, পরীক্ষা ফি;
- শিক্ষার্থীর মাসিক বেতন;
- শিক্ষার্থীর লাইব্রেরি ফি, জরিমানা ফি ইত্যাদি;
- বিদ্যালয়ের নিজস্ব সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত আয়;
- পরিত্যক্ত আসবাবপত্র এবং উপকরণ বিক্রয়লব্ধ আয়;
- পত্রিকা, খাতা, ছেড়া বইপত্র বিক্রয়ের অর্থ;
- বিদ্যালয়ের গাছপালা বাবদ প্রাপ্ত আয়;
- এনজিও প্রদত্ত অনুদান;
- স্থানীয় ধনাঢ্য ব্যক্তির প্রদত্ত অনুদান;
- বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
- বিগত বছরের বাজেটের উদ্বৃত্ত অর্থ;
- সাময়িক বিবিধ ফি বাবদ আয়;
- সরকারি আবর্তন অনুদান;
- সরকারি উপবৃত্তি এবং বৃত্তির অর্থ ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৫

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর কোন সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ২০১৩ খ্রী: খ. ২০১৪ খ্রী:
গ. ২০১৫ খ্রী: ঘ. ২০১৬ খ্রী:

২. মাদরাসা শিক্ষায় একাডেমিক ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা নিচের কোনটি?
ক. শিক্ষা মন্ত্রণালয় খ. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
গ. মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর ঘ. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড

৩. ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় কত সাল থেকে কার্যক্রম শুরু করে?
ক. ২০১২ খ্রী: খ. ২০১৩ খ্রী:
গ. ২০১৪ খ্রী: ঘ. ২০১৫ খ্রী:

৪. সরকারি অনুদানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের চিকিৎসা ভাতার পরিমাণ কত?
ক. টা. ৩০০/- খ. টা. ৪০০/-
গ. টা. ৫০০/- ঘ. টা. ৬০০/-

উত্তরমালা: ১. গ, ২. খ, ৩. ঘ, ৪. গ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. মাদরাসা শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম লিখুন।
২. মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত করার কারণ কী?
৩. মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের কাঠামো বর্ণনা করুন।
৪. মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের কাঠামো বর্ণনা করুন।
৫. প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বেসরকারি মাধ্যমিক মাদরাসার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বিবৃতি করুন।
৬. সরকারি প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের উৎসগুলো উল্লেখ করুন।
৭. বেসরকারি মাদরাসার অর্থায়নের উৎসসমূহ লিখুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. মাদরাসা শিক্ষা অধিপ্তরের কর্মপরিধি বর্ণনা করুন।
২. মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করুন।
৩. সরকারি মাদরাসার অর্থায়ন ব্যবস্থা বর্ণনা করুন।
৪. বেসরকারি মাদরাসার অর্থায়ন ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করুন।
৫. সরকারি ও বেসরকারি মাদরাসার ব্যবস্থাপনা ও অর্থায়নের কার্যকারিতার একটি প্রতিবেদন তৈরি করুন।

পাঠ ৫.৬: মাদরাসা শিক্ষক শিক্ষা প্রোগ্রাম
Teacher Education Programs

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশ মাদরাসা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- মাদরাসায় কর্মরত শিক্ষকদের জন্য বি.এম.এড প্রোগ্রামের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- চাকুরীরত মাদরাসা শিক্ষকদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ কোর্সের গৃহীত কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শিক্ষা উন্নয়নের অন্যতম চালিকা শক্তি শিক্ষক সমাজ। শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়ন এবং ভৌত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে মাদরাসা শিক্ষার মানন্নোয়ন সম্ভব নয়, যদি না শিক্ষকদের যথাযথ পেশাগত প্রশিক্ষণ থাকে। তাঁদের পেশাগত দক্ষতার উপর নির্ভর করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মানসম্পন্ন শিক্ষা লাভ করা এবং সুনাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠা। এ লক্ষ্যে মাদরাসাশিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট গড়ে উঠেছে। তাছাড়া ২০১০ শিক্ষানীতিতে বর্ণিত সাধারণ শিক্ষার মতো মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষকদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সমান সুযোগ সমভাবে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে বিএমটিটিআই-তে মাদরাসার বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণের সুযোগ সম্প্রসারিত করার জন্য গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষকদের জন্য শিক্ষা প্রোগ্রামের বিভিন্ন দিক নিচে তুলা ধরা হলো:

মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ

ভিন্নতর মাদরাসা শিক্ষা উপমহাদেশের দেশীয় শিক্ষা ধারার অন্যতম ধারা। মুসলিম শাসনামলের শুরু থেকেই উপমহাদেশে মাদরাসা শিক্ষা চালু হয়। প্রাথমিক শিক্ষাস্তর থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত এ ধারাটি বিস্তৃত। ব্রিটিশ আমলে ইংরেজি শিক্ষার প্রাধান্যকালেও মাদরাসা শিক্ষা টিকে থাকে। ১৭৮০ সালে কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকেই অনেকগুলো মাদরাসা বাংলার শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে আসলেও মাদরাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য কোন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ইতোঃপূর্বে গড়ে উঠেনি। বর্তমানে দেশে কামিল, আলিম, ফাজিল ও দাখিল মাদরাসার সংখ্যা ৯৩৩৯ এর অধিক। এবতেদায়ি মাদরাসার সংখ্যা ৯৫০০। এসব মাদরাসায় দেড় লক্ষাধিক শিক্ষক কর্মরত আছেন।

মাদরাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৯৯৫ সালে ২৮ ডিসেম্বর সরকারি উদ্যোগে গাজীপুরস্থ বোর্ড বাজারে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (Madrasha Teacher's Training Institute: BMTTI) নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। মাদরাসা শিক্ষকদের চাকরিপূর্ব ও চাকরিকালীন উভয়বিধ প্রশিক্ষণের জন্য এই ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রধান দিকগুলো নিচে বর্ণনা করা হল:

ক. প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর মূখ্য উদ্দেশ্য

১. মাদরাসায় কর্মরত শিক্ষকদের দক্ষতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তাদের পেশাগত, আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান।

২. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের মধ্যে দায়িত্ব, কর্তব্য, সততা, শৃঙ্খলা, ন্যায়-নিষ্ঠা ও কর্তব্য পরায়ণতা সম্পর্কিত মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটানো।
৩. শিক্ষকদের যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে একটি আদর্শ ও কর্মঠ জাতি গঠনের লক্ষ্যে তাদেরকে প্রতিশ্রুতিশীল কর্মী বাহিনীতে রূপান্তরিত করা।
৪. বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের চাহিদা নিরূপণ ও অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।
৫. আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞান ও শিক্ষণ পদ্ধতির সঙ্গে শিক্ষকদের পরিচিত করা।
৬. বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদের বিষয় জ্ঞানে গুণগত মান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
৭. প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নের জন্য দেশ ও দেশের বাইরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা, সমঝোতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করা।

খ. প্রশিক্ষণ কোর্সের লক্ষ্য

বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল হতে কামিল পর্যন্ত মঞ্জুরীকৃত সকল মাদরাসা শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণকে চাকুরির শর্ত হিসেবে নির্ধারণ করে ৫০-এর নিচে বয়সের সকল শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্য স্থির করেছে।

গ. প্রশিক্ষণ কোর্সের মূখ্য উদ্দেশ্য

১. অভিজ্ঞ, দক্ষ ও কর্তব্যনিষ্ঠ শিক্ষক গড়ে তোলা;
২. কুরআন ও হাদীসের আলোকে শিক্ষার্থীকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করার কৌশল অবহিত করা;
৩. আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করা;
৪. শ্রেণি পাঠদানে দক্ষতা সৃষ্টিতে সহায়তা করা;
৫. পেশাগত দায়িত্ব ও তার পরিধি সম্পর্কে পরিচিতি করা;
৬. মাদরাসা শিক্ষার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে অবহিত করা;
৭. মাদরাসা শিক্ষার সমস্যাদি সম্পর্কে অবহিতকরণ ও তার সমাধানের প্রক্রিয়া অবহিত করা;
৮. জাতীয় চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নের দিক নির্দেশনা প্রদান করা;
৯. উন্নয়নের বিভিন্ন দিক, সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতিসমূহ এবং বাংলাদেশে বিদ্যমান প্রশাসনিক পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করা;
১০. কঠোর শারীরিক ও মানসিক শ্রমের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের অন্তর্নিহিত কর্মদক্ষতা আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ করা ও উচ্চতর দায়িত্ব গ্রহণে উপযোগী করতে সহায়তা করা;
১১. একজন ভাল মুসলিম হবার ও ভাল মুসলিম গড়ার প্রক্রিয়া অবহিত করা;
১২. শিক্ষা প্রশাসনের প্রয়োজনীয় আইন-কানুন সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানদানের ব্যবস্থা করা ও প্রশাসনিক সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি শিখানো;
১৩. জনগণের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করার পদ্ধতি অবহিত করা;
১৪. সমস্যা মোকাবেলায় মননশীল ও বিশ্লেষণধর্মী চিন্তার মাধ্যমে সমাধানে পৌছানোর প্রক্রিয়ার শিক্ষাদান।

ঘ. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

মাদরাসার কর্মরত শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের দু'টি ধারা বিদ্যমান।

১. চাকুরীপূর্ব প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম (মাদরাসা কর্মরত শিক্ষকসহ);
২. চাকুরীকালীন কর্মরত শিক্ষকদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম।

১. চাকুরীপূর্ব প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম

মাদরাসা শিক্ষকদের পেশাগত ডিগ্রী অর্জনের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বি.এড ডিগ্রী সাথে মিল রেখে এবং কিছুটা পরিবর্তন করে বি.এম.এড ডিগ্রী শিক্ষাক্রম ২০১২ খ্রীঃ অনুমোদন করে থাকে। এ আলোকে বিএমটিটিআই মাদরাসা কর্মরত শিক্ষকদের পেশাগত ডিগ্রী প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বি.এম.এড প্রোগ্রাম, ২০১২ খ্রীঃ থেকে শুরু করে থাকে।

২০০৬ সালে প্রবর্তিত বিএড শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনের পর ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাস থেকে পরিমার্জিত বিএড/বিএমএড শিক্ষাক্রম দেশব্যাপী প্রবর্তন করা হয়। বিএড/বিএমএড কোর্সের মেয়াদ এক বছর এবং সিমেস্টার সংখ্যা দু'টি। প্রতি সিমেস্টারের ছয় মাস (১ জানুয়ারি ৩০ জুন এবং ১ জুলাই - ৩১ ডিসেম্বর)। প্রথম সিমেস্টারে প্রতি প্রশিক্ষণার্থীকে চারটি আবশ্যিক বিষয়ে (৪ × ৪) = ১৬ ক্রেডিট, শিক্ষা বিষয়াবলি হতে দু'টি বিষয়ে (২ × ৮) = ৮ ক্রেডিট এবং পাঠদান অনুশীলন- ১-তে ৬ ক্রেডিটসহ মোট ৩২ ক্রেডিটের সাতটি কোর্স সম্পন্ন করতে হবে। দ্বিতীয় সিমেস্টারে দু'টি আবশ্যিক বিষয়ে (২ × ৪) = ৮ ক্রেডিট, পাঠদান অনুশীলন- ২-তে ৬ ক্রেডিট, নৈব্যতিক বিষয়ে ৩ ক্রেডিট, কম্পিহেনসিভ পরীক্ষায় ২ ক্রেডিট ও মৌখিক পরীক্ষা ১ ক্রেডিটসহ মোট ৩০ ক্রেডিট, ছয়টি কোর্স সম্পন্ন করতে হবে। উভয় সিমেস্টারে ৬০ ক্রেডিটে ১৩টি কোর্স একজন প্রশিক্ষণার্থীকে অধ্যয়ন করতে হবে। তাছাড়া পাঠদান অনুশীলন ১ ও ২ যথাক্রমে ৪ ও ৮ সপ্তাহের জন্য দালিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানে প্রতক্ষ শ্রেণি পাঠদান সম্পন্ন করতে হবে।

প্রতিটি প্রশিক্ষণার্থীকে মূল্যায়নের জন্য প্রতিটি বিষয়ে ১০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে- যার ৬০ নম্বর ৩ ঘন্টা লিখিত পরীক্ষা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত হবে এবং ৪০ নম্বরের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা কলেজ কর্তৃক গৃহীত হবে। তাছাড়া পাঠদান অনুশীলন ১ ও ২ এর ক্ষেত্রে (৫০ + ৫০) = ১০০ নম্বর কলেজ কর্তৃক এবং ৫০ নম্বরসহ মৌখিক পরীক্ষা ৫০ নম্বর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক (বহি: পরীক্ষক) নিয়োগের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে। একজন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রতিটি বিষয়ে অভ্যন্তরীণ (কলেজ রেকড) ও চূড়ান্ত পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর একত্রে করে গ্রেডিং পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হবে।

২. চাকুরীকালীন কর্মরত মাদরাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম

বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষকের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকতার পেশার উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে একমাত্র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএমটিটিআই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এটি সরাসরি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত, তাই সরকারী রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের মাধ্যমে নিম্নে বর্ণিত মাদরাসা শিক্ষকদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে যাচ্ছে।

মাদরাসা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স

১. প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল: ২/৩ সপ্তাহ;
২. প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী: এবতেদায়ি মাদরাসার সুপার, দাখিল মাদরাসার সুপার/সহ সুপার, আলিম ও কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ ও উপধ্যক্ষ।

কোর্সের বিষয়বস্তুসমূহ

- ভিন্নতর মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনা;

- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও শিক্ষানীতি;
- ভিন্নতর মাদরাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা;
- মাদরাসার প্রতিষ্ঠান উন্নয়নে প্রতিষ্ঠান প্রধানদের নেতৃত্ব, দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা;
- শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া উন্নতিকরণসহ শিক্ষার্থী মূল্যায়ন;
- মাদরাসা ব্যবস্থাপনায় তথ্য ও প্রযুক্তি ইত্যাদি।

দাখিল স্তরের মাদরাসা শিক্ষকদের জন্য বিষয়ভিত্তিক কর্মকালীন প্রশিক্ষণ কোর্স

১. কোর্সের মেয়াদ: ২৭ দিন;
২. অংশগ্রহণকারী: দাখিল স্তরে কর্মরত শিক্ষক;
৩. প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ: আল-কোরআন, বাংলা ব্যবহারিক আরবি, ইংরেজী, গণিত, ইসলামের ইতিহাস ও সাধারণ বিজ্ঞান। (এক সাথে তিনটি বিষয় বা ৪টি বিষয় নিয়ে একটি ব্যাচ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়)।
৪. কোর্সের বিষয়বস্তু: সাধারণ বিষয় সমূহ হল– মাদরাসা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, জাতীয় শিক্ষানীতি, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, মানব সম্পদ উন্নয়নে মাদরাসা শিক্ষার ভূমিকা, আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলী ও দায়িত্ব, সহ পাঠক্রমিক কার্যাবলি, শিক্ষায় প্রেষণা ও মনোযোগ, পাঠদান পদ্ধতি, আল কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে শিক্ষাদন কৌশল, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী ধারণা, বাস্তবায়ন, বিশ্বায়ন, শিক্ষায় তথ্য ও প্রযুক্তি, মুক্তিযুদ্ধ প্রেক্ষাপট ও চেতনা, তথ্য অধিকার, জেন্ডার ও একীভূত শিক্ষা, তত্ত্বাবধান, ভাষা শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষা উপকরণ, মূল্যায়ন কৌশল, সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়নের কৌশল, নারী নির্যাতন, জঙ্গিবাদ ইত্যাদি।

বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যসূচী: যে সমস্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণার দরকার সে সমস্ত বিষয়বস্তু/অধ্যায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া প্রতিটি ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের মৌলিক কম্পিউটার পরিচিতি এবং মাইক্রোসফট ব্যবহারিক কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

কর্ম অধিবেশন: প্রতিটি ব্যাচে-

যৌথ অধিবেশন	= ৪০টি
বিষয়ভিত্তিক (৩৯×৪)	= ১৫৬টি
কম্পিউটার/ব্যবহারিক (৮×৪)	= ৩২টি
মোট	= ২২৮টি

দাখিল, আলিম ও ফাজিল এবং কামিল স্তরে প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপকদের জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স

- কোর্সের মেয়াদ: ২৭ দিন;
- অংশগ্রহণকারী: মাদরাসায় কর্মরত বিষয়ভিত্তিক প্রভাষক/সহকারি অধ্যাপক;
- প্রশিক্ষণের বিষয়: ব্যবহারিক আরবি, গণিত, বাংলা ও ইংরেজী;
- কোর্সের কার্যক্রম: দাখিল পর্যায়ের বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক, কর্মকালীন প্রশিক্ষণ কোর্সের মত যৌথ অধিবেশনের বিষয়বস্তু এবং আলিম, ফাজিল ও কামিল পর্যায়ের বিষয়ের বিষয়বস্তু;
- কর্ম অধিবেশন: প্রতিটি ব্যাচে ২২৮টি।
- তাছাড়া সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প কর্তৃক সাধারণ শিক্ষা ধারায় শিক্ষকদের বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ কোর্সের সাথে মাদরাসা শিক্ষকদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে। তন্মধ্যে টিকিউআই-সেপ-২ প্রকল্পের আওতায় মাদরাসা সুপার, সহ সুপার/অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষদের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও

ভবিষ্যৎ প্রধানদের (৩৫ দিন ব্যাপী) প্রশিক্ষণ কোর্সে বর্তমানে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে। বিষয়ভিত্তিক সিপিডি কোর্সে ডিজিটাল কনটেন্টে তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্সে দাখিল ও আলিম পর্যায়ে কর্মরত শিক্ষকদের অংশগ্রহণের সুযোগ বিদ্যমান। বর্তমানে বিএমটিটিআইসহ বিভিন্ন টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ও এইচএসটিটিআইতে প্রতিষ্ঠান প্রধানদের প্রশাসন ব্যবস্থাপনা এবং এবং কর্মরত শিক্ষকদের ডিজিটাল কনন্টেন্ট তৈরি, বিষয়ভিত্তিক কোর্স পরিচালনায় মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৬

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বাংলাদেশ মাদরাসা ইনস্টিটিউট কত সালে কার্যক্রম শুরু করে?
ক. ১৯৯০ খ্রী: খ. ১৯৯৫ খ্রী:
গ. ২০০০ খ্রী: ঘ. ২০০৫ খ্রী:

২. বি.এম.এড প্রোগ্রাম কোন সালে চালু হয়?
ক. ২০১০ খ্রী: খ. ২০১১ খ্রী:
গ. ২০১২ খ্রী: ঘ. ২০১৩ খ্রী:

৩. চাকুরীকালীন বিষয়ভিত্তিক মাদরাসা শিক্ষকদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদকাল কত দিন?
ক. ২৫ দিন খ. ২৭ দিন
গ. ২৯ দিন ঘ. ৩১ দিন

৪. প্রশিক্ষণ কোর্সের মূখ্য উদ্দেশ্য–
i. অভিজ্ঞ, দক্ষ ও কর্তব্য নিষ্ঠ শিক্ষক গড়ে তোলা।
ii. শ্রেণি পাঠদানে দক্ষতা সৃষ্টিতে সহায়তা করা।
iii. কুরআন ও হাদীসের আলোকে শিক্ষার্থীকে সুনাগরিক তৈরি।
নীচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তরমালা: ১. খ, ২. গ, ৩. খ, ৪. ঘ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপনের পটভূমি উল্লেখ করুন।
২. বিএমটিটিআই এর মূখ্য উদ্দেশ্যসমূহ লিখুন।
৩. দাখিল স্তরে কোন কোন বিষয়ে কর্মকালীন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়?
৪. মাদরাসা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রকৃতি বর্ণনা করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর কার্যক্রম ব্যাখ্যা করুন।
২. মাদরাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকদের জন্য বি.এম.এড কোর্সের যৌক্তিকতা তুলে ধরুন। এবং পেশাগত ডিগ্রী অর্জনে কতটুকু কার্যকর ভূমিকা রাখছে তা ব্যাখ্যা করুন।
৩. বি.এম.এড প্রোগ্রামের শিক্ষাক্রম ব্যাখ্যা করুন।
৪. মাদরাসা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্সের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করুন।
৫. মাদরাসা শিক্ষকদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ কতটুকু প্রত্যাশা পূরণে সহায়ক ভূমিকা রাখছে সে সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

পাঠ ৫.৭: মাদরাসা শিক্ষায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বিষয় (ইস্যু) এবং চ্যালেঞ্জ Major Issues & Challenges

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষায় ইস্যুসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- মাদরাসা শিক্ষায় চ্যালেঞ্জ সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বৃটিশ যুগ থেকে বৃটিশ উত্তর যুগে মাদরাসা শিক্ষা বেশ গতিশীল হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যক্রমের মান ও কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। এদিকে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে গঠিত যেমন ১৯৭৫, ১৯৮৫, ২০১০ এবং সর্বশেষ ২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে উন্নততর ভিন্নতর মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট শিক্ষাক্রম, ভৌত সুযোগ সুবিধা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, সিলেবাস প্রণয়নসহ নানাহ সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, পরীক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষাক্রম পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। সময়ের চাহিদা অনুযায়ী মাদরাসা শিক্ষার কতকগুলো ইস্যু যুক্ত হয়েছে। তাছাড়া মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করার প্রয়াসে কতকগুলো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এগুলো নিয়ে আলোচনা করা হল:

১. মাদরসা শিক্ষায় ইস্যুসমূহ

১. সাধারণ শিক্ষা ধারার সঙ্গে মাদরাসা শিক্ষার সাধারণ আবশ্যিক বিষয়সমূহে অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসরণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ প্রশংসার দাবি রাখে। তথাপি মাদরাসার শিক্ষা ব্যবস্থা উপযুক্ত শিক্ষক, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক ও ভৌত সুযোগ সুবিধার অভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

২. বাংলাদেশে আলিয়া মাদরাসার দাখিল স্তরে কুরআন ও তাজভিদ বিষয়টি ২০১০ সাল থেকে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীর মানদন্ডের আশারূপ পরিবর্তন ঘটেনি এবং কুরআনের অর্থ ও তাজভিদের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টি হয়নি। তাই এই বিষয়ে যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক এবং শিক্ষকের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গতিশীল করা।

৩. মাদরাসা শিক্ষার প্রশাসন ও তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তবে প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো বৃদ্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে।

৪. দাখিল স্তর থেকে প্রতিটি মাদরাসায় সাধারণ শিক্ষার মত বৃত্তিমূলক কোর্স প্রবর্তন করার প্রয়োজন।

৫. মাদরাসার একাডেমিক কার্যক্রম পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় তদারকি দায়িত্ব পালন করে থাকে। তবে এসব প্রতিষ্ঠানে বিশাল দায়িত্ব পালন দুরূহ। তাই এসব প্রতিষ্ঠানের দক্ষ জনবল আলাদাভাবে সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভূক্ত করার প্রয়োজন। অথবা মাদরাসাসমূহের জন্য পৃথক একাডেমিক পরিদর্শন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা দরকার।

৬. বাংলাদেশ মাদরাসাসমূহে ২০১৫ ব্যানবেইস সূত্র মোতাবেক ১১৪৮৩৩ জন কর্মরত শিক্ষকদের মাধ্যে মাত্র ১৪৪৫০ জন মহিলা শিক্ষক কর্মরত আছে। যা শতকরা মাত্র ১২.৬৭ ভাগ। এ লক্ষ্যে মাদরাসাসমূহে মহিলা শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

৭. মাদরাসাসমূহের শিক্ষকদের জন্য চাকরিপূর্ব বা কর্মরত শিক্ষকদের বি.এম.এড কোর্স প্রবর্তন সহ কর্মকালীন প্রশিক্ষণের গৃহীত পদক্ষেপ প্রশংসার দাবি রাখে। তবে মাত্র একটি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্তৃক বিশাল

সংখ্যকশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান দুরূহ। তাই ইনস্টিটিউটের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ এর উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা।

৮. সাধারণ শিক্ষা ধারার সাথে সঙ্গতি রেখে মাদরাসা শিক্ষায় ভৌত সুযোগ সুবিধা কলেবরে বৃদ্ধি করা।

৯. মাদরাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি পাওয়ায় অধিকতর অর্থায়নের তাগিদ ও জবাবদিহিতার অনুভব হচ্ছে।

২. মাদরাসার চ্যালেঞ্জসমূহ

ক. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী

মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক সাধারণ শিক্ষার ধারার সঙ্গে প্রথম থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত আবশ্যিক বিষয়সমূহে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে পাঠ্যসূচি এক এবং অভিন্ন। এতে মাদরাসায় কর্মরত শিক্ষকদের বিষয়বস্তু জ্ঞান, শিখন-লেখানোর কৌশল এবং মূল্যায়ন পদ্ধতিতে দুর্বলতা থাকায় সঠিক ও কার্যকর পাঠদানে প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়। তাছাড়া দাখিল ও আলিম পর্যায়ে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় উদ্যোগ বিভাগের বিষয়সমূহের পাঠ্যসূচী এক এবং অভিন্ন হওয়ার কারণে একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আবার দাখিল স্তরে কুরআন ও তাজভিদ শিক্ষাক্রমে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে পাঠ্যসূচী আমূল পরিবর্তন আনয়ন, শ্রেণি শিক্ষকদের পাঠদানের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হল:

- কুরআন তাজভিদ শিক্ষার জন্য রচিত পাঠ্যপুস্তকগুলোতে অনেক রকম ভুল পরিলক্ষিত হয়। এতে লেখকের লেখা ও ছাপাগত ত্রুটি-বিচ্যুতি বেশ লক্ষ্যণীয়। দাখিল স্তরের পাঠ্যক্রম মাদরাসার 'কুরআন ও তাজভিদ' বিষয়ের পাঠ্য বইসমূহের পর্যালোচনা করে দেখা যায়– টেক্সট বইগুলোতে অসংখ্য বানানগত ভুল ও অন্যান্য ভাষাগত সমস্যা রয়েছে। পবিত্র কুরআনের তরজমা এবং হাদিসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য কোন সূত্র থেকে তা রচনা করা হয়নি। আরবি লেখার ক্ষেত্রে শব্দের ভুল অর্থ ও বাক্য বিন্যাসে ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়।
- মাদরাসাগুলোতে একজন ছাত্রের শুদ্ধ করে কুরআন তিলাওয়াতের যোগ্যতা অর্জন করার পূর্বেই প্রয়োগ ব্যতীত তাজভিদের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষকগণ এ সকল নিয়ম-কানুন বাছাই করে কোনটি পরীক্ষায় আসবে তা দাগিয়ে দেন। এতে করে শিক্ষার্থী শুধু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে মুখস্থ করে কিন্তু শুদ্ধভাবে কুরআনের তিলাওয়াতে তা প্রয়োগ করতে পারে না। এ বিষয়টি আলিয়া মাদরাসার পাঠ্যপুস্তকে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাজভিদের নিয়ম-কানুনগুলো গতানুগতিকভাবে মুখস্থ করেও শিক্ষার্থী কুরআন তিলাওয়াতের সময় ভুল করে থাকে। অথচ তাজভিদের প্রত্যেকটি নিয়ম-কানুন সুন্দরভাবে কুরআন তিলাওয়াতের সময় প্রয়োগ করতে হয়।
- মাদরাসা বোর্ডের টেক্সট বা নির্ধারিত কুরআনের সিলেবাসে নির্ধারিত কিছু অনুবাদ থাকলেও এর জন্য নির্ধারিত পূর্ণাঙ্গ কোনো অনুবাদ গ্রন্থ নেই। অপরদিকে বাজারে যেসব অনুবাদ পাওয়া যায় তাতেও রয়েছে ভাষাগত দুর্বোধ্যতা যা নবীন শিক্ষার্থীদের অপরিপক্ক মগজে সহজে ধারণযোগ্য নয়।
- দাখিল স্তরের বিভিন্ন শ্রেণিতে কুরআন বিষয়ের উদ্দেশ্য ও শিখনফল ও বিষয়বস্তুতে বেশ ঘাটতি দেখা যায়। এতে শিক্ষার্থীরা বহুলাংশে তাত্ত্বিক জ্ঞানের অধিকারী হয়, কিন্তু তাদের দক্ষতার বিকাশ সাধন তেমন হয় না। ফলে একজন শিক্ষার্থী দাখিল স্তর অতিক্রম করেও শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত ও অনুবাদ করতে সক্ষম হয় না।

উপরোক্ত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করার জন্য বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক, যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ও মাদরাসা বোর্ড কর্তৃক পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

খ. শিক্ষার্থী মূল্যায়ন

সাধারণ শিক্ষা ধারার সঙ্গে মিল রেখে মাদরাসা শিক্ষা ধারার শিক্ষার্থী মূল্যায়ন এক এবং অভিন্ন। এক্ষেত্রে মাদরাসা শিক্ষকগণের প্রতিনিয়ত যে চ্যালেঞ্জসমূহের মোকাবেলা করতে হচ্ছে তা নিম্নরূপ–

- গাঠনিক মূল্যায়নে শিক্ষকদের দুর্বলতা ও উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়।
- সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়নে দুর্বলতা এবং জ্ঞানের অভাব।
- মাদরাসার মৌলিক বিষয়সমূহে শিক্ষকদের সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করলে শিক্ষার্থী মূল্যায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ নিরসন করা সম্ভব।

গ. মাদরাসা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জসমূহ

- মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর স্থাপিত হলেও এর কার্যক্রম মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিপ্তরের স্থানীয় প্রশাসকের উপর অনেকটা নির্ভরশীল। মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রশাসনিক অধিক্ষেত্র সমগ্র দেশ। এতে এত কম জনবল নিয়ে মাদরাসা এমপিওভূক্তকরণ, শিক্ষক এমপিওভূক্তিকরণসহ, মাদরাসা শিক্ষা একাডেমিক এবং ভৌত কাঠামো উন্নয়ন দুরূহ ব্যাপার। প্রতিনিয়ত মাউশি, এর আঞ্চলিক অফিস, জেলা শিক্ষা অফিস ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের উপর নির্ভরশীল বিধায় প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্ব ঘটে। তাছাড়া অনেক মাদরাসা নিয়মবর্হিভূতভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এসব প্রতিষ্ঠানের তদন্ত, তত্ত্বাবধানে ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কাজেই মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো বৃদ্ধিসহ স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা অফিসের সঙ্গে মাদরাসা একটি আলাদা বিভাগ বা সেল গঠন করা হলে মাদরাসা শিক্ষা আরও গতিশীল হবে বলে আশা করা যায়।
- মাদরাসা শিক্ষায় এবতেদায়ি, দাখিল ও আলিম স্তরে স্বীকৃতি প্রদান, নবায়ন, ধর্মীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পরীক্ষাগ্রহণ, সনদ, প্রদান ইত্যাদি কাজ বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড করে থাকে। এতে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে দুর্বলতা নিরসনসহ সময়পোযোগী করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। মাদরাসা স্বীকৃতি প্রদান ও নবায়নের ক্ষেত্রে যথাযথ পরিদর্শন না করার নিয়ম বর্হিভূত অনেক মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নের প্রতিবন্ধক, যার নিরসন একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

এ আলোকে মাদরাসা বোর্ডের জনবল বৃদ্ধিসহ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা গেলে মাদরাসা শিক্ষার গতি বৃদ্ধি পাবে। প্রয়োজন পরিবীক্ষণ ও একাডেমিক পরিদর্শনে কার্যকর ব্যবস্থা করা।

ঘ. শিক্ষক প্রশিক্ষণ

মাদরাসা শিক্ষার গুণগত মান নির্ভর করে দক্ষ, অভিজ্ঞ, বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান, সমকালীন চাহিদা পূরণ এবং যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক। বর্তমানে মাদরাসাধর্মীয় শিক্ষাক্রম ও সাধারণ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকের কারণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ লক্ষ্যে একটি মাত্র বিএমটিটিআই এর মাধ্যমে রাজস্ব বাজেটে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষন এবং প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে থাকে। এতে বিপুল সংখ্যক শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাছাড়া পরীক্ষা পদ্ধতি উন্নয়নের ফলে বিষয় জ্ঞান সম্পন্ন শিক্ষকের দুর্বলতা কারণে মানসম্পন্ন শিক্ষা-শিখনে কার্যকর ভূমিকা রাখা একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ। এসব চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করার জন্য মাদরাসা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সংখ্যা বৃদ্ধিসহ দক্ষ ও যোগ্যতা সম্পন্ন জনবল নিয়োগ করা গেলে মাদরাসা শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বাড়ানো যাবে।

ঙ. মাদরাসা শিক্ষায় অর্থায়ন

বাংলাদেশে মাদরাসা আর্থিক ব্যবস্থাপনা সরকার এবং প্রতিষ্ঠানের আয় থেকে পরিচালিত হয়। এতে সরকারের নিজস্ব আয় থেকে সংকুলান বা বরাদ্দ দিয়ে থাকে এবং প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী বেতন ও অন্যান্য আয় থেকে আর্থিক ব্যবস্থা করে থাকে– যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। আবার আর্থিক ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের অদক্ষতা, মাদরাসার আন্ত:বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবের কারণে অর্থায়ন ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে। উপর্যুক্ত অর্থায়ন পদ্ধতি যেমন– খরচ বিশ্লেষণ, পরিদর্শন ও রিপোর্টকরন ইত্যাদির অভাবে অর্থ সংকট বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাদরাসার ক্ষেত্রে অর্থায়ন এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। এ আলোকে অর্থায়ন কর্তৃপক্ষের অর্থ বরাদ্দকরণের ব্যাপারে অধিকতর সতর্কতা সহ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ব্যবস্থা করা।

চ. অবকাঠামো ও শিখন সামগ্রী

মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার ভৌত কাঠামো যেমন– শ্রেণিকক্ষ, বিজ্ঞানাগার, আসবাবপত্র, কম্পিউটার শিক্ষা সামগ্রী এবং শিক্ষা উপকরণসহ যন্ত্রপাতি প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম থাকায় মানসম্পন্ন শিক্ষা বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য উদ্ভাবনীমূলক ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব প্রদান করা।

ছ. মাদরাসা উচ্চ শিক্ষা

ফাজিল ও কামিল মাদরাসাস্তরে শিক্ষাক্রম/পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন, তদারকি ও পরিবীক্ষণ এবং পরীক্ষা পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব ইসলামিক বিদ্যালয়ের বিধায় এই দুই স্তরের শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে তেমন সুযোগ নেই। এতে শিক্ষার গুণগত মান বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে। আবার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এই বিশাল দায়িত্ব পালন দূরূহ। ফাজিল ও কামিল মাদরাসা কার্যক্রম সুচারুরূপে করার জন্য আলাদা একটি ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আবেদন শিক্ষানীতি- ২০১০-এ উল্লেখ আছে। এ লক্ষ্যে এর কার্যক্রম দ্রুত শুরু হলে এ শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৭

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ধর্মীয় পাঠ্যসুচীতে নিচের কোন বিষয়টি পাঠদানে বিঘ্ন ঘটে?
ক. আরবি
খ. আল কোরআন ও তাজভিদ
গ. আল হাদিস
ঘ. আকাইদ ও ফিকাহ্

২. মাদরাসা শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুসমূহ–
i. কাওমী মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি
ii. কুরআন ও তাজভিদ বিষয়টি শিক্ষকের পাঠদানে দুর্বলতা
iii. মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা মহিলা শিক্ষক নিয়োগ।
নীচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩. মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ সমূহ-
i. দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব।
ii. শিখন-শেখানো ক্ষেত্রে শিক্ষকের পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে অবহিত নন।
iii. পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের সীমাবদ্ধতা।
নীচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তরমালা: ১. খ, ২. ঘ, ৩. ঘ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ শিক্ষা ব্যবস্থার ইস্যুসমূহ উল্লেখ করুন।
২. মাদরাসায় ধর্মীয় শিক্ষায় পাঠ্যসূচী বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ বর্ণনা করুন।
৩. মাদরাসা শিক্ষায় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কি কি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়?
৪. মাদরাসা শিক্ষায় অর্থায়নের দুর্বল ও সবল দিকগুলো কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার ইস্যুসমূহ উল্লেখপূর্বক উন্নয়নে সুপারিশ দিন।
২. বর্তমানে মাদরাসা শিক্ষায় চ্যালেঞ্জসমূহ বিশ্লেষণ করুন।
৩. মাদরাসা শিক্ষায় চ্যালেঞ্জসমূহ কীভাবে মোকাবেলা করা যায়– সে ব্যাপারে আপনার মতামত দিন।